পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 243 Monday, 3 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৪৩ সংখ্যা ❋ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার, ৩ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘রাস্তা কারও নিজের সম্পত্তি না’

১ সেপ্টেম্বর থেকে ইট-বালি রাখলেই জরিমানা অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ আগস্টঃ বাড়ি তৈরির জন্য সারা বছর রাস্তা আটকে বালি, পাথর, কিংবা ইটের মতো নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখলে এবার থেকে গুণতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এই কথা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট জানান, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যজুড়ে এই নতুন নিয়ম ও জরিমানা ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। গৃহনির্মাণকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে পুরমন্ত্রী জানান, ব্যক্তিগত স্বার্থে সর্বজনীন যাতায়াতের পথ আটকে রাখা কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘‘বাড়ি বানাচ্ছেন আর রাস্তার মধ্যে পাথর, বালি, ইট ফেলে রাখছেন- এটা আর চলবে না। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আমরা জরিমানা আদায় শুরু করব। যখন নিজের বাড়ি করছেন, তখন সেই সমস্ত নির্মাণসামগ্রী নিজের প্লটের ভিতরেই রাখুন। রাস্তাটা কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়।’’ শহরাঞ্চলে ফাঁকা জমি কিনে বছরের পর বছর ফেলে রাখা এবং তা থেকে মশাবাহিত রোগ- বিশেষত ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি নিয়েও তিনি জানান, জমি ফেলে রাখলেও তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মালিকেরই। মন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমি ৩০ বছর পর বাড়ি বানাব, আর এখন সেই জমিতে

ঝোপঝাড়, নালা-নর্দমা বা পচা জল জমে থাকবে, তা হতে দেওয়া যাবে না। নিজের বাড়ি বা বাগান পরিস্কার রাখার পাশাপাশি ফাঁকা জমি পরিস্কার রাখার দায়িত্বও মালিকের। আপনার ফেলে রাখা ফাঁকা জমির নোংরার জন্য প্রতিবেশীরা ডেঙ্গুতে ভুগবেন, সরকার এটা মেনে নেবে না।’’ কেবল নির্মাণসামগ্রী বা ফাঁকা জমিই নয়, শহরের যানজট ও পথচারীদের হাঁটার পথ সুগম করতে একাধিক প্রশাসনিক উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন পুরমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ফুটপাতে বেআইনিভাবে গাড়ি বা বাইক দাঁড় করিয়ে রাখলে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে। পার্কিং সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই একটি ডেডিকেটেড ‘স্মার্ট পার্কিং অ্যাপ’ নিয়ে আসছে। যেসব হকার পুরো ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন, তাঁদের খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে পথচারীদের চলাচলের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হকার নীতি বজায় রাখলেও, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ব ঘোষণা মেনে আসন্ন দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোনও হকার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, ‘‘দুর্গাপুজো পর্যন্ত কোনও হকার উচ্ছেদ করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’’ অর্থাৎ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন তিনি। তবে এর পাশাপাশি হকারদের সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, ফুটপাথ দখল করে কোনওভাবেই ব্যবসা করা চলবে না। ইতিমধ্যেই ফুটপাথে দোকান বসানো নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেক্টর ফাইভে যে সমস্ত দোকান ছিল ফুটপাথে সেগুলোকে ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গা করে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অফিসপাড়ায় কোনওভাবেই আগুন জ্বালিয়ে দোকানে ব্যবসা করা যাবে না।

‘নেশামুক্ত ভারত’ গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ দেশের ভবিষ্যৎ হল যুব সমাজ। তারা সঠিক পথে চললে, তবেই সমাজের অগ্রগতি হবে, দেশের উন্নতি হবে। তবে বর্তমান সময়ে অনেক যুবক-যুবতীই নানা ধরনের নেশা বা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের এই নেশার ভয়াল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতেই কেন্দ্রীয় সরকারের বড় উদ্যোগ। আজ, ২ আগস্ট নেশা মুক্ত যুব নামক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানেরই অংশ ‘নেশা মুক্ত যুব’। মাদক সেবন রুখতে আজ দেশ জুড়ে বিরাট বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন। সকাল ১১টা থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘নেশা শুধুমাত্র শরীরেরই ক্ষতি করে না, একজন মায়ের হাসিকে কেড়ে নেয়, বাবার আশা ভেঙে দেয়। বোনের রাখির বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। পরিবারের সদস্যরা রোজ কষ্ট পান চোখের সামনে তাদের তিলে তিলে নষ্ট, ধ্বংস হয়ে যেতে দেখে। রাষ্ট্রের শক্তিও দুর্বল হয়ে যায়। এই জন্য শত্রু দেশরাও ষড়যন্ত্র করে দেশের যুবদের নেশায় ডুবিয়ে দিতে কোনও কসুর রাখছে না। ক্রমাগত ড্রাগ সাপ্লাই করে টাকা উপার্জন করছে। আমাদের মতো দেশকে ধ্বংস করাও ওদের প্ল্যান। এই জন্য আমাদের দেশের যুবদের নেশা থেকে মুক্ত করতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, নেশা

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয়’

বুদ্ধদেবের মন্তব্যকে সমর্থন তসলিমার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ আগস্টঃ মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যকেই কার্যত সমর্থন করলেন তসলিমা নাসরিন। রবিবার বাংলা অ্যাকাডেমিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসায় জেহাদি তৈরি হয়। কিছু কিছু মাদ্রাসা জেহাদি তৈরির কারখানা। মাদ্রাসাগুলিতে শিশু নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ হয়। তাই এসব মাদ্রাসা থাকা উচিত নয়। এর পাশাপাশি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষেও সওয়াল করেন তসলিমা। তিনি বলেন, ‘‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই। যে কোনও সভ্য দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজন। এক দেশ, এক আইন, সবার জন্য সমান আইন চাই।’’ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তিন দেশেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর পক্ষে কথা বলেন তসলিমা। ২০০২ সালে সীমান্ত এলাকার কিছু অনুমোদনহীন মাদ্রাসা নিয়ে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, মাদ্রাসাগুলি জঙ্গি কার্যকলাপের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই

মন্তব্যকেই সমর্থন করলেন তসলিমা। তিনি জানান, বেশিরভাগ সময় মাদ্রাসাগুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ছোটো থেকেই সেখানে অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ শেখানো হয়। সব সরকারই ধর্মান্ধদের ভোটের জন্য আপস করে। সেই কারণে মাদ্রাসাগুলিতে জেহাদিদের জন্ম হয়। তাই সব মাদ্রাগুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার বলেও মনে করেন তসলিমা। তসলিমার কথায়, ‘‘যে ধর্ম নারীকে যৌন দাসী হিসেবে গণ্য করে, আমি সেই ধর্মের সমালোচনা করি। সমালোচনা করতে হবে। সমালোচনা

● এরপর ৬ পাতায়...

অনিল অম্বানীর বিরুদ্ধে এফআইআর সিবিআইয়ের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ আগস্টঃ অম্বানীর বিরুদ্ধে মামলা। রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড ও এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল অম্বানী-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের ১৮১৬.২২ কোটি টাকা ক্ষতি হওয়ার কারণেই রিলায়েন্সের এই সংস্থা ও অনিল অম্বানীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গত ২১ জুলাই কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের তরফে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল ও মেটাতে ব্যর্থ হয় রিলায়েন্স ক্যাপিটাল। এরপরেই ইপিএফও অভিযোগ জানায়। পরে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল-এর মাধ্যমে ২০২৪ সালে ইপিএফও ১,৪৯২ কোটি টাকা ফেরত পায়। তবে মূল অঙ্কের ১,০০৭ কোটি টাকা এবং সুদের ৮০৯ কোটি টাকা, মোট ১,৮১৬ কোটি টাকা বকেয়া থেকে যায়। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছ থেকে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আরসিএলের প্রতারণামূলক লেনদেনের খবর

অনিল অম্বানীর বিরুদ্ধে প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও ইপিএফও-র ক্ষতি করে দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়। এদিকে, অনিল অম্বানী তাঁর মুখপাত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে কোনও ধরনের অপরাধ করেননি তিনি। সিবিআই-এর এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১৩-২০১৪ অর্থবর্ষে রিলায়েন্স ক্যাপিটালের ‘সিকিয়র্ড নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার’-এ ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ইপিএফও। ২০২৩-২৪ সালে তা ম্যাচুওর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে পাওনা অর্থ পাওয়ার পরই শ্রম মন্ত্রকের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই অনিল অম্বানীর মুখপাত্র বলেন, ‘‘সিবিআই যে এফআইআর দায়ের করেছে, তা রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের বিরুদ্ধে। অনিল অম্বানী ২০০৫ সাল থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের নন-এগজেকিউটিভ ডিরেক্টরচেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এই বোর্ড বাতিল করে দেয় এবং প্রশাসক নিয়োগ করে।’’

প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে সাড়ে ৭ কোটি খরচ করবে এনটিএ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ ও স্বচ্ছ করতে বড় পদক্ষেপ করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। প্রশ্নপত্র ফাঁস, জালিয়াতি এবং নিরাপত্তার ফাঁকফোকর রুখতে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় এই সংস্থা। ইতিমধ্যেই এ জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। এনটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দু’বছরের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ‘কোয়ালিটি অ্যান্ড কস্ট বেসড সিলেকশন’ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ, শুধু কম খরচ নয়, সংস্থার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। টেকনিক্যাল যোগ্যতার জন্য থাকবে ৭০ শতাংশ নম্বর, আর খরচের ভিত্তিতে দেওয়া হবে ৩০ শতাংশ নম্বর। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী, অন্তত পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, বিমানবন্দর, মেট্রো বা অন্য কোনও উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায়

একটি পেশাদার নিরাপত্তা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। দিল্লির মিন্টো রোডে এনটিএ-র প্রধান কার্যালয়, ওখলার আঞ্চলিক অফিস, প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের স্ট্রং রুম, সার্ভার রুম, গুদাম এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র রাখার জায়গায় ২৪ ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। লক্ষ্য একটাই, কোনওভাবেই যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা অন্য কোনও ধরনের জালিয়াতির সুযোগ না থাকে। এবার নিরাপত্তা সংস্থা বাছাইয়েও বদল এনেছে এনটিএ। সাধারণত সরকারি টেন্ডারে সবচেয়ে কম দর দেওয়া সংস্থাকেই কাজ কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা সংস্থাগুলিই আবেদন করতে পারবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য থাকবে জিপিএস-ভিত্তিক গার্ড পেট্রোলিং ব্যবস্থা, বায়োমেট্রিক হাজিরা, মেটাল ডিটেক্টর এবং পরিচয়পত্র যাচাইয়ের পরই অফিসে প্রবেশের অনুমতি। পাশাপাশি পরীক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কঠোর গোপনীয়তা চুক্তিও করা হবে। শুধু নিরাপত্তা পরিষেবাই নয়, নিরাপদে

● এরপর ৬ পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এবার বড় কথা বললেন পার্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ আগস্টঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র জন্য চিন্তিত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি, জঙ্গিদের টার্গেটে ছিলেন শুভেন্দু। তবে আগেই তাদের প্ল্যান ভেস্তে দেয় এসটিএফ। এবার এই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন পার্থ। এ দিন পার্থ নিজের ফেসবুক থেকে পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘পাকিস্তানি হ্যান্ডলাররা হামিমকে শুভেন্দু অধিকারীর চলাফেরা, কর্মসূচি এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি আরও লিখেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যাতে পাকিস্তানের এই নজর থেকে সুরক্ষিত থাকেন তার চিন্তা আমাদের করতে হবে।’ প্রসঙ্গত, শুভেন্দুকে টার্গেটের পিছনে অভিযুক্ত হামিম মন্ডল কাশ্মীরী জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গল এসটিএফ ও বর্ধমান পুলিশ। হামিল সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর সদস্য এই হামিম। এই জঙ্গিগোষ্ঠী মূলত পাকিস্তানের সংগঠন। এরা টাকার বিনিময়ে খুন, তোলাবাজি ও সন্ত্রাসবাদী কাজ করে। এই সংগঠন বিগত কয়েক বছর ধরে কাশ্মীরে মাথাচাড়া দিয়েছে। এবার বাংলাতেও সেই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যের খোঁজ মিলল। জানা গিয়েছে, হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দা হামিম। তাঁর বাবা গেঞ্জির কারখানায় কাজ করত। সে-ও তাঁর বাবার সঙ্গেই ওই কারখানায় কাজ করত। বিগত দুই থেকে তিন মাস ধরেই হামিম বর্ধমানে থাকছিল, ঠিক যেই সময়ে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। বর্ধমানে বসেই কি তবে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলার ছক কষছিল? এই নিয়েই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল। নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই সময় তৃণমূল থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছিল। এরপর জেল থেকে ফিরে আসেন পার্থ। যে সময় পার্থ ফেরেন তার কয়েক মাস পরই ছিল ছাব্বিশের নির্বাচন। জল্পনা ছড়াচ্ছিল তবে কি বেহালা পশ্চিম থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হবেন তিনি? কিন্তু দেখা গেল তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেয়নি। এ দিকে, এবার রাজ্যেরও পালা বদল হয়। তৃণমূল ভেঙে দু’ভাগ হয়েছে।নতুন তৃণমূলে অনেকেই যোগদান করেছেন। এর মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে পোস্ট, নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষার চিন্তা আমাদের করতে হবে

আকাশছোঁয়া বাজারদরে লাগাম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ আগস্টঃ সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়া চড়া বাজারদর নিয়ন্ত্রণে এ বার সরাসরি আসরে নামল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। রবিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারে অভিযান চালাতে শুরু করেছেন ইবি-র আধিকারিকেরা। নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে শাকসবজি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সরাসরি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা। রবিবার সকালে শহরের প্রধান বাজারগুলিতে আচমকা হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। কলকাতার শ্যামবাজার, কোলে মার্কেট, গড়িয়া বাজার এবং যদুবাবুর বাজারের মতো ব্যস্ত বাজারগুলিতে টহল দেন ইবি আধিকারিকেরা। শুধু কলকাতাই নয়, জেলাগুলির বিভিন্ন বাজারেও স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট এলাকাতেও এ দিন ব্যাপক তৎপরতা দেখা গেছে। কোলাঘাট ব্লক প্রশাসন এবং পূর্ব পাঁশকুড়ার বিধায়ক নিজে উপস্থিত থেকে কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজার ও বিভিন্ন সারপ্রাইজ ভিজিটে যান। সবজি বাজারের পাশাপাশি আলুর ও পেঁয়াজের দাম ঠিকঠাক নেওয়া হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁরা স্থানীয় ফল বাজার এবং সারের দোকানেও যান। সেখানেও ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সতর্ক করেন আধিকারিকরা। গত বেশ কিছুদিন ধরেই কলকাতার মানিকতলা, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার-সহ উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন বাজারে সবজির চড়া দামে সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অভিযোগ উঠছিল, পাইকারি বাজার এবং খুচরো বাজারের দামের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত থাকছে, যার সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। আর এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও কালোবাজারি রুখতেই রবিবারেও প্রশাসনিক এই কড়া পদক্ষেপ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিদেশে পড়াশোনা-সিজেপি’কে কোটি টাকার ফান্ডিং!

দীপকের বাবার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি আরটিআই কর্মীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ আগস্টঃ নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে আন্দোলনে অংশ নিয়ে যাঁরা আইনি জটিলতায় পড়েছেন, তাঁদের সাহায্য করতে তহবিল গড়ার ঘোষণা করেছে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। সেই তহবিলে এক কোটি টাকা দান করার কথা বলেছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল। এই বিষয়টিতে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় জিএসটি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদন্তের দাবি জানালেন গুজরাটের এক তথ্যের অধিকার (আরটিআই) কর্মী। সুরাটের আরটিআই কর্মী অমিত তিওয়ারি প্রথমে সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের বাবা ভগবানরাও দীপকের আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ভগবানরাও দীপকে মহারাষ্ট্র সরকারের একজন প্রাক্তন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অমিত তিওয়ারি প্রশ্ন তুলেছেন, একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারীর বেতনের টাকায় কীভাবে তাঁর ছেলেকে বিদেশে বিপুল খরচে উচ্চশিক্ষা নিতে পাঠানো সম্ভব হল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অভিজিৎ দীপকে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু করার জন্য ৬ জুন ভারতে ফিরে আসেন। আরটিআই কর্মী প্রশ্ন তুলেছেন,

সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকের বিদেশে পড়াশোনা খরচের উৎস নিয়েও। তাঁর প্রশ্ন, মহারাষ্ট্র সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হয়েও কী ভাবে ছেলে দীপকের বিদেশে পড়াশোনার খরচ জোগান দেন তাঁর বাবা? এই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা উচিত বলে দাবি অমিতের। তিনি বলেন, ‘‘আমি মহারাষ্ট্র সরকারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছি যে ভগবানরাও দীপকে এমআইডিসি-তে একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সুতরাং, যদি তিনি ৬০,০০০-৬৫,০০০ টাকা বেতন পেতেন, তাহলে কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সন্তানদের পড়াশোনার খরচ বহন করতেন?’ অমিত তিওয়ারি প্রশ্ন তুলেছেন, একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারীর বেতনের টাকায় কীভাবে তাঁর ছেলেকে বিদেশে বিপুল খরচে উচ্চশিক্ষা নিতে পাঠানো সম্ভব হল। অভিযোগে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পত্তি বা অবৈধ অর্থায়নের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত। এর পাশাপাশি, নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া একটি বিশেষ তহবিল নিয়েও অমিত তিওয়ারি প্রশ্ন তুলেছেন। আন্দোলনের বিক্ষোভকারীদের আইনি সহায়তার জন্য বর্ষীয়ান আইনজীবী ও রাজ্যসভার সংসদ সদস্য কপিল সিব্বল সম্প্রতি ১ কোটি টাকার

● এরপর ৬ পাতায়...

হাওড়ার এঁদো গলিতে জইশ জঙ্গির গোপন ডেরার খোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২ আগস্টঃ বর্ধমান থেকে ধৃত জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি হামিম মণ্ডলের গোপন ডেরার হদিশ মিলল। হাওড়ার পিলখানার এক জীর্ণ গলির বহুতলে জামার ট্যাগ তৈরির ব্যবসার আড়ালে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হত, প্রাথমিক তদন্তের পর এমনটাই মনে করছেন গোয়েন্দারা। এখান থেকেই কি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধির উপর নজরদারি চলছিল,

সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজছেন তদন্তকারীরা। পিলখানার আলম মিস্ত্রি লেনের এক সরু গলির ৭ নম্বর বহুতল। ওই ভবনের একতলায় দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে গত দু’বছর ধরে ডেরা বেঁধেছিল কাশ্মীর-যোগ থাকা জইশ জঙ্গি হামিম মণ্ডল। স্থানীয়দের চোখে ধুলো দিতে প্রথম ঘরে বসানো হয়েছিল পোশাকের ট্যাগ তৈরির প্রিন্টিং মেশিন। দ্বিতীয় ঘরে কম্পিউটারে সাজানো তথ্যপ্রযুক্তির ‘অফিস’। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, দুটি ঘরের জন্য ৭ হাজার ও ৪ হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হত। স্থানীয়রা ভেবেছিলেন সাধারণ কোনও ক্ষুদ্র

● এরপর ৬ পাতায়...

‘নাম বদল করলেই কি মমতাকে মানুষের মন থেকে মোছা যাবে?’

নতুন সরকারকে আক্রমণ কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ আগস্টঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তৈরি জনমুখী ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির নাম বদলানোর চেষ্টা চলছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুললেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকার নতুন কিছু করতে না পেরে আগের সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির নাম বদলে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যতই নাম বদল করা হোক না কেন, মানুষের মন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর প্রকল্পগুলির অবদান মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘এমন কিছু খবর আসছে যে, প্রাক্তন রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির নাম বদলের চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।’’ তাঁর দাবি, অত্যন্ত সফল প্রকল্প ‘কন্যাশ্রী’-র নাম বদলে ‘কন্যারত্ন’ এবং জনপ্রিয় ‘সবুজ সাথী’ সাইকেল প্রকল্পের নাম বদলে ‘সারথী’ করার পরিকল্পনা চলছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছে। হঠাৎ এর নাম বদলে কন্যারত্ন করলেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, কৃতিত্ব এবং কন্যাশ্রী মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে? গ্রামের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সাইকেল দেওয়ার ‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘গ্রামের দিকে যখন অন্য দলের সমর্থক বাবা-মায়েরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিছিল করতেন, তখনও তাঁদের দেখা যেত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সবুজ সাথীর সাইকেল নিয়েই মিছিলে অংশ নিতে!’’ রাজ্যের নতুন সরকারের স্বাস্থ্য নীতি এবং ‘স্বাস্থ্যসাথী’ বনাম ‘আয়ুষ্মান ভারত’ বিতর্ক নিয়েও তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্যে এসে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ চালুর কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। অথচ স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা যেখানে সবাই পেতেন, আয়ুষ্মান ভারতের ক্ষেত্রে নানা রকম শর্ত থাকে। কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ‘‘এখন সরকার বলছে, যারা আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না, তাদের জন্য রাজ্য সরকার আলাদা করে পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা করে দেবে। আরে, সেটা তো স্বাস্থ্যসাথী ছিলই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আগেই পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী করে দিয়েই গেছিলেন, তাহলে নতুন করে এই নাটক করার দরকার কী ছিল?’’ তিনি অভিযোগ করেন, নতুন সরকার স্বাস্থ্যসাথী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পে হাত দেওয়ায় উপভোক্তার সংখ্যা কমেছে

● এরপর ৬ পাতায়...

পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহর

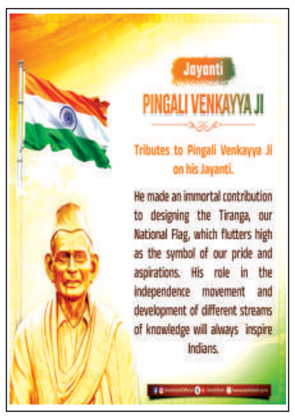

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ আগস্ট ঃ আমাদের জাতীয় পতাকা- 'তিরঙ্গা'-র নকশা প্রণয়নে তিনি এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে রবিবার এক্সবার্তায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, এই পতাকা আমাদের গর্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে সগর্বে উড্ডীন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশে তাঁর ভূমিকা ভারতীযদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।প্রসঙ্গত, পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া (২ আগস্ট, ১৮৭৬ - ৪ জুলাই, ১৯৬৩) বর্তমান ভারতেরঅন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মছলিপত্তনমের নিকটে ভাটলাপেনুমারুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মছলিপত্তনমের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে সিনিয়ার কেমব্রিজ সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে কলম্বো যান। ভারতে ফিরে তিনি রেল গার্ডের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং পরে বেলারিতে সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে উর্দু ও জাপানি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি লাহোরের অ্যাংলো-বৈদিক কলেজে যোগ দেন।

নুঙ্গি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ আগস্ট ঃ গত শনিবার রাতে বজবজ-শিয়ালদহ শাখার নুঙ্গি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। রেলওয়ের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান সরাতে বুলডোজার নিয়ে নামে প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন আগে মাইকিং করে দোকানদারদের রেলওয়ের জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোকান না সরানোয় মহেশতলা থানার পুলিশ ও রেল পুলিশের যৌথ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০টি দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে দাবি।

তুষারধসে মৃত্যু পর্বতারোহী নির্মল পুরজার, দু'দিন মিলছিল না খোঁজ

কাঠমান্ডু, ২ আগস্ট ঃ ব্রড পিক অভিযানে গিয়ে তুষারধসের মুখে পড়েছিলেন। গত দু'দিন কোনও খোঁজ ছিল না তাঁর। অবশেষে জানা গেল, মৃত্যু হয়েছে বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজার। কারাকোরাম পর্বতমালার ' ব্রড পিকে' আচমকা তুষারধসের পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজা (৪৩)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মোট ১০ জন পর্বতারোহী।সামান্য আশার আলো দেখা গেলেও, গত শনিবার জানা গিয়েছে পর্বতারোহী নির্মল পুরজা আর বেঁচে নেই। কারাকোরাম পর্বতমালার ৮,০৪৭ মিটার উচ্চ ব্রড পিকে তুষারধসের পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন নেপালের পর্বতারোহী নির্মল পুরজা। বৃহস্পতিবার সকালে ব্রড পিকে তুষারধসের ঘটনা ঘটে। আর শনিবার জানা গিয়েছে, নির্মলের মৃত্যু হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইরানে হামলার পরিকল্পনা স্থগিত, আলোচনার অগ্রগতির কথা জানালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ আগস্ট ঃ ইরানের সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়ে সম্ভাব্য সামরিক হামলার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক বার্তায় তিনি জানান, ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক পদক্ষেপের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তবে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতার খসড়া তৈরি হওয়ায় আপাতত হামলা থেকে

বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রস্তাবিত সমঝোতার অন্যতম লক্ষ্য হল দ্রুত হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দেওয়া. এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি থেকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা-ঝুঁকি দূর করা।ট্রাম্প আরও জানান, এই সিদ্ধান্তে ইজরায়েলও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সক্ষমতা বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দেশ প্রস্তুত। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ, পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ইরানের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই তিনি হামলার পরিকল্পনা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে যদি খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সমঝোতা সম্পন্ন হয়।

এনডিএ সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হওয়ায় সম্রাটকে সংবর্ধনা

পাটনা, ২ আগস্ট ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে রবিবার পাটনায় সংবর্ধনা জানানো হয়। যেহেতু তাঁর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ১০০ দিন পূর্ণ করেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এদিন বলেছেন, আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, আগামী মার্চের মধ্যে বিহারের দরিদ্র পরিবারগুলির বাড়ির ছাদে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-যখন তা ১২৫ ইউনিটের সীমা অতিক্রম করবে-তখনই তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হতে শুরু করবে। আমরা বিহারে ২৫ লক্ষ পরিবারকে চিহ্নিত করে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে তাদের বাড়ির ছাদে সোলার লাইট বা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। এছাড়া, আমাদের সরকার ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিহারের সমস্ত দরিদ্র পরিবারের বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ

সম্পন্ন করবে। দারিদ্র্য দূর না হওয়া পর্যন্ত বিহার সরকার সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। ওবিসি বা অনগ্রসর শ্রেণীর কোনও ব্যক্তিকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা আমাদের সরকারের দায়িত্ব। আমি দলিত সম্প্রদায়কেও স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আপনাদের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য আমাদের পুরো সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ।

তসলিমার মঞ্চে জয় গোস্বামীকে আহ্বাণ, প্রতিবাদীদের সমর্থন দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং একটি অনুষ্ঠানে কবি জয় গোস্বামীকে মঞ্চে উঠতে বাধা দেওয়া নিয়ে কিছু মহল প্রশ্ন তুলেছে। বাধা দেওয়া প্রসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীদিলীপ ঘোষ রবিবার প্রতিবাদীদেরই সমর্থন করেন। দিলীপবাবু বলেন, 'একজন লেখিকার লেখার সঙ্গে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁকে দেশছাড়া বা রাজ্যছাড়া করা ঠিক নয়।' তাঁর বক্তব্য, বর্তমান সরকার তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে এনে সম্মান দিয়েছে। তবে যাঁরা একসময় তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের কেন একই মঞ্চে সম্মান দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করেছে। তিনি আরও বলেন, যারা নিজেদের সেকুলার ও বাঙালির প্রতিনিধি বলে দাবি করতেন, তাঁরা তাসলিমার পাশে দাঁড়াননি।গত শনিবার ছিল দিলীপবাবুর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে রবিবার ইকো পার্কে প্রাতভ্রমণকারীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করলেন মন্ত্রী। কেকের অল্প অংশ মুখে দিয়েই হাসিমুখে তাঁর প্রতিক্রিয়া, খুব মিষ্টি।

জাপানে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৩৮

টোকিও, ২ আগস্ট ঃ জাপানের কুমামোতো প্রদেশে ৭.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গিয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বা।ছে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা। বহু মানুষ গৃহহীন, তাঁদের ঠিকানা এখন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র। প্রশাসনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৮-এ পৌঁছেছে। ইয়াতসুশিরোর একটি কাগজ কারখানা ও কাশিমার একটি শপিং মলে ধস ও বিস্ফোরণে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে ৪০৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়

বাংলার নবজাগরণে বীর সিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি , বাঁকুড়াঃ অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মতো যাঁর আবির্ভাব এই ধরাধামে, যিনি প্রাচীন আর্য ঋষির মত প্রজ্ঞাবান, তরুণ ইউরোপীযদের মতো কর্মযোগী, বাঙালি মায়ের মত যাঁর কোমল হৃদয়, যিনি বাংলার নবজাগরণের পথিকৃ, নারী মুক্তি আন্দোলনের স্রষ্টা--তিনি হলেন বাংলার গৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার মাটিতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে যদি কেউ কখনো সফল আন্দোলন করে থাকেন তবে তাঁর নাম অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় অসংখ্য নারীকে অল্প বয়সেই বিধবা হতে হত। সমাজে বিধবা নারীরা সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হত। বিধবাদের করুণ দশা দেখে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বিধবা বিবাহকে আইনসম্মত করার জন্য তিনি গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদন পত্র সরকারের কাছে জমা দেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে ১৫ নম্বর রেগুলেশন দ্বারা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রতিবাদের উত্তর দেওয়ার জন্য অতি অল্প হইল নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। বিধবাদের দু ঃখে বিগলিত হয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। তিনি নিজের ছেলে নারায়ণের সঙ্গে এক বিধবা মহিলার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর বহুমুখী আন্দোলনের ফলে বাংলার নারীরা মুক্তির স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়।ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম মানবতাবাদী সংস্কারক হলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশযের সবচেয়ে বড় অবদান শিক্ষাগুরু হিসেবে। তিনি বুঝেছিলেন দেশবাসীকে আধুনিক হতে হলে শিক্ষিত হতে হবে। এজন্য তিনি প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি লিখলেন বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শিশু মনের উপযোগী বই বোধোদয়, কথামালা ইত্যাদি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি বইতে বাঙালি প্রথম বাংলা গদ্যের রস পেয়েছে।বিদ্যাসাগরের কামনা ছিল দেশের সকল মানুষ যেন সাক্ষর হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য--গণশিক্ষার প্রসার, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষক -শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ সমাজে মেয়েদের তখন অশিক্ষিত করে রাখার একটা প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন।বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের পথিকৃৎ। বিদ্যাসাগর ও ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি বিপ্লবের সূচনা হল। মেয়েদের জন্য ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। এরপর তিনি মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, প্রভৃতি জেলাতে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলিতে ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত। এছাড়া বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।উচ্চশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার উচ্চশিক্ষায় সংকোচেনের নীতি গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। বাংলার মানুষ যাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। গণ শিক্ষার প্রসারেও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষার সমন্বয় সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য কে উন্নত করতে সাহায্য করবে। বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। মা ও দেশের মাটির প্রতি তাঁর টান ছিল সহজাত।বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন--এই ভীরুর দেশে তিনি একমাত্র পুরুষ সিংহ। ঊনবিংশ শতকে বাংলার ইতিহাসে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার এবং সাহিত্যের অবদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলার নবজাগরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তার সংগ্রাম আজও যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

গুয়াহাটিতে জলাবদ্ধতার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়ন দায়ীঃপ্রদেশ বিজেপি

গুয়াহাটি, ২আগষ্ট ঃ গুয়াহাটি মহানগরীতে প্রতি বর্ষায় সৃষ্ট কৃত্রিম বন্যা এবং জলাবদ্ধতার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাভূমি ধ্বংস এবং অবৈধ দখলকে দায়ী করেছে অসম প্রদেশ বিজেপি। গত শনিবার এক বিবৃতিতে দলের প্রদেশ মুখপাত্র মানস শরণিয়া অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে পরিকল্পিত নগর-উন্নয়নের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলভাবে শহরের বিস্তার ঘটায় আজও গুয়াহাটিবাসী কৃত্রিম বন্যার দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।মানস শরণিযা বলেন, একসময় অনিল নগর, নবীন নগর, শক্তিগড়, কাছারি বস্তি ও পূর্ব শরণিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাভূমি, নিচু জমি ও কৃষিজমি ছিল, যা প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির জল ধারণ ও নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জলাধারগুলি ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল বের হওয়ার স্বাভাবিক পথ সংকুচিত হয়েছে। তাঁর দাবি, এ সব অবৈধ দখলের বড় অংশই কংগ্রেসের শাসনামলে হয়েছে। তখন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বলেন তিনি।শরণিয়া আরও বলেন, গুয়াহাটির কৃত্রিম জলাবদ্ধতার আর একটি বড় কারণ হলো মেঘালয়ের পাহাড়ি এলাকা, বিশেষ করে 'ইউনিভাসিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেঘালয়' (ইউ এসটিএম)-এর দিক থেকে নেমে আসা বিপুল বৃষ্টির জল। এই জল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিলসাঁকো এলাকায় পৌঁছে যায়, কিন্তু শহর থেকে সেই জল বের হতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।বিজেপি মুখপাত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার কৃত্রিম বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে একাধিক এলাকায় এর ইতিবাচক ফলও দেখা যাচ্ছে। গত বছর সামান্য বৃষ্টিতেই আমবাড়ি, বি. বরুয়া কলেজের সামনে, এক্সেল কেয়ার হাসপাতাল, বালুমুখ ও রুক্মিণীগাঁও এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা তৈরি হলেও, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, পলি অপসারণ, পাম্পিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নতুন স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন নির্মাণের ফলে এ বছর পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।শরণিয়া জানান, ইউএসটিএম-এর দিক থেকে নেমে আসা বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য জুরিপাড়া থেকে শিলসাঁকো পর্যন্ত একটি প্রশস্ত নতুন নালা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইভাবে জোড়াবাটের জলাবদ্ধতা দূর করতে ওই এলাকার জল ডিগারু নদীতে প্রবাহিত করার জন্যও বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর কাজ শুরু হবে শীঘ্রই।তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গুয়াহাটির জলাবদ্ধতা নিরসনে একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রুক্মিণীগাঁও ক্লক টাওয়ার থেকে লাস্টগেট হয়ে সুপার মার্কেট পর্যন্ত বিএন শইকিয়া ড্রেন নির্মাণ (প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পন্ন), পিবকো পয়েন্ট থেকে দিশপুর পর্যন্ত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, হাতিগাঁও থেকে সিজুবাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ, ভরলু নদীর পলি অপসারণ, ডি-ওয়াটারিং পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি, মালিগাঁও-বড়িপাড়া সংযোগকারী স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, রূপনগর থেকে শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত নতুন ড্রেন, সাতগাঁও থেকে পাথর কোয়ারি পর্যন্ত ড্রেন, লালমাটি, গোটানগর, এক্সেল কেয়ার হাসপাতাল ও জোড়াবাটে নালা-কালভার্ট পরিষ্কার, বশিষ্ঠ চারিআলি থেকে জওহরনগর পর্যন্ত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, এক্সেল কেয়ার-বরাগাঁও থেকে দীপর বিল পর্যন্ত নতুন ড্রেন এবং জোড়াবাট থেকে ডিগারু নদী পর্যন্ত নতুন নালা নির্মাণ।মানস শরণিযার বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলি ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হলে গুয়াহাটির অধিকাংশ জলাবদ্ধ এলাকা কৃত্রিম বন্যার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য কেবল সাময়িক সমাধান নয়, আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ে তুলে গুয়াহাটিকে একটি সুপরিকল্পিত ও বন্যা-সহনশীল মহানগর হিসেবে গড়ে তোলা। বহু দশকের পুরনো এই সমস্যার রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়, তবে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ ও দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

জম্মু থেকে অমরনাথে পুনরায় যাত্রা শুরু, পুণ্যার্থীরা রওনা হলেন বালতালের উদ্দেশে

জম্মু, ২ আগস্ট ঃ আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় ফের রবিবার জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। ভারী বৃষ্টির কারণে এই রুটে স্থগিত ছিল অমরনাথ যাত্রা। বৃষ্টি এবং ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। মেরামতের পর যান চলাচলের জন্য তা খুলে দেওয়া হয়েছে।কড়া নিরাপত্তায়. তীর্থযাত্রীদের নতুন একটি দল ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এদিন ভোররাত ২টো ৫২ মিনিটে ৩ হাজার ৮৮৬ জন পুণ্যার্থী ১৭৭টি যানবাহনে করে ভগবতী নগর থেকে কাশ্মীরের বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। এই দলে ৩ হাজার ৯৮ জন পুরুষ, ৬৭৩ জন মহিলা, ৫ জন শিশু, ৮৭ জন সাধু, ২২ জন সাধ্বী এবং একজন বালক সাধু রয়েছেন। তীর্থযাত্রীদের কনভয়ের মধ্যে রযেছে ৭৮টি বাস, ৪২টি মাঝারি মাপের যান, ৫৩টি হালকা গাড়ি এবং চারটি দু'চাকার গাড়ি।উল্লেখ্য, তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে শ্রী অমরনাথ জি শ্রাইন বোর্ড রেজিস্ট্রেশন এবং টোকেন বিতরণ সংক্রান্ত অফলাইন পরিষেবাগুলি ভগবতী নগর বেস ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করেছে। প্রসঙ্গত, ধসপ্রভাবিত এলাকাগুলি মেরামতের জন্য উধমপুর ও বানিহালের মধ্যবর্তী ৪৪ নম্বর জাতী সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার পর শনিবার এই রুটে তীর্থযাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। মেরামতের কাজ হয়ে যাওয়ার পর শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় স।কটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। খারাপ আবহাওয়া ও মেরামতের কাজের কারণে শুক্রবার বালতাল থেকে একদিনের জন্য যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। শনিবার থেকে এই রুটে তা আবার চালু করা হয়েছে।

ভারত ক্রমাগত নীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছেঃপ্রধানমন্ত্রী

বিজয়নগরম, ২ আগস্ট ঃ ভারত ক্রমাগত নীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত ক্রমাগত 'ব্লু ইকোনমি' বা নীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে চলেছে। আমাদের লক্ষ্য হলো সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি উপকূলীয় অর্থনৈতিক করিডোর হিসেবে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশাখাপত্তনম থেকে কৃষ্ণপত্তনম পর্যন্ত আমাদের পুরনো বন্দরগুলোকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, আমরা মুলাপ্লেটো ও রামায়াপত্তনমে নতুন বন্দরও নির্মাণ করছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, আমাদের সরকারের মূলমন্ত্র হলো- বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তাই, সরকারও নিজস্ব পক্ষ থেকে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে এবং আমরা বেসরকারি সেক্টরকেও বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করছি। কারণ বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়লে রপ্তানি বাড়ে, এবং রপ্তানি বাড়লে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর কর্মসংস্থান বাড়লে মানুষের আয় বাড়ে এবং পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা ভারতকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিলেন-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

মধুসূদন দে , বাঁকুড়াঃযে প্রখ্যাত মনীষী বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছিলেন তিনি হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। ভারতীয় রসায়নের জনক। ২রা আগস্ট। ১৮৬১ সাল। বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন চর্চার পথিকৃ। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ওষুধ তৈরির কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। তাঁর প্রেরণায় গঠিত হয় ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তাঁর উদ্যোগ ছিল অদম্য।তিনি ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। জাতীয় শিক্ষা, শিল্পায়নে এবং আপন অর্জিত অর্থ মানব কল্যাণে ব্যবহার তাঁকে দেশবাসীর চোখে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল। তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। বচ্চনভঙ্গি দিয়ে তিনি ছাত্রদের মন অতি সহজেই জয় করে নিতেন। তিনি ছিলেন মার্কারি নাইট্রেট এর আবিষ্কারক। উদারপন্থী বিজ্ঞানী।আমাদের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম দিবস পালন তখনই সার্থকতা লাভ করবে যখন তাঁর -চিন্তা -আদর্শ- নিষ্ঠা মানবতাকে আমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করব এবং তাঁর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে পারব।

ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার মহিলা বান্ধবী

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বর্ধমান থেকে জঙ্গি যোগের সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডল মামলায় আরও এক ব। সাফল্য অর্জন করেছে। এই ঘটনায় ঝা।খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে অর্পিতা সরকার নামের এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসটিএফের অভিযোগ, অর্পিতা হামিমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত এবং একটি সংগঠিত চক্রের অংশ হিসেবে ' হানিট্র্যাপ মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলার কাজ করত।তদন্তকারী সংস্থার সূত্রের খবর, শুক্রবার বর্ধমান থেকে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অর্পিতার নাম সামনে আসে। এর পরপরই এসটিএফের একটি দল শুক্রবার রাতেই ঝা।খণ্ডের সাহেবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর অর্পিতাকে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে।এসটিএফ জানিয়েছে, অর্পিতাকে মূলত হানিট্র্যাপের জন্য ব্যবহার করা হতো। উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিজের জালে ফাঁসিয়ে গোপন ও সংবেদনশীল তথ্য জোগা। করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য।তদন্তকারী সংস্থা এও জানিয়েছে যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় হামিম মণ্ডল এই সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ও অর্পিতার সক্রিয় ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এবার অর্পিতাকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হবে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সম্ভাব্য সদস্যদের সন্ধান চালানোর কাজ শুরু হবে।উল্লেখ্য, এর আগে আদালত হামিম মণ্ডলকে ১৪ দিনের এসটিএফ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এসটিএফের দাবি, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই -এর সঙ্গে তার যোগসূত্রের বিষয়টিও বর্তমানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগই এখন তদন্তের সাপেক্ষ এবং পুরো বিষয়টি নিয়ে জোরদার তদন্ত চলছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং যোগাযোগের দক্ষতা আপনাকে সবার সামনে একটি শক্তিশালী ছাপ ফেলতে সাহায্য করবে। আপনি নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন এবং আপনার পরামর্শ প্রশংসা পেতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে ।

বৃষঃ আজ আপনার নিষ্ঠা ও ধৈর্য কর্মজীবনে উসাহজনক অগ্রগতি এনে দেবে। সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায. গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। অবসর সময় সৃজনশীল শখ বা এমন কাজে ব্যয় করতে পারেন যা আপনার মনকে সতেজ করবে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটালে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। শুভদিন।

মিথুনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সংঃদহজনক আর্থিক স্কিমে বিনিয়োগ করবেন না। শুভদিন।

কর্কট রাশি ঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশি বা অনুরূপ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

সিংহঃ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সর্দি-জ্বরের মতো ঋতুজনিত অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে।শুভদিন

কন্যাঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুখবর ও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। কাজ বা ব্যবসার প্রয়োজনে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে।

তুলাঃ চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি চমকার কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে পারেন।

বৃশ্চিকঃ দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

ধনুঃ শিক্ষার্থীদের বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থের ব্যয়।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের কাজের গতি বাড়তে পারে, তবে কারোর আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের আশঙ্কাও রয়েছে।

কুম্ভঃপ্রেমের সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য, মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে।

মীনঃ এই সময় আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনি নিজের অনুভূতির প্রতি বেশি সংবেদনশীল থাকবেন এবং সবকিছু গভীরভাবে অনুভব করবেন। আজ প্রিয়নদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে । বিদেশ যাত্রা শুভদিন হতে পারে। অর্থ ব্যয় হবে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। রবিবারও তা অব্যাহত থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে। এদিকে, রবিবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রবল দুর্যোগের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চললেও আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলায় সেদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার জেরে জারি হযেছে লাল সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে জারি কমলা সতর্কতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অত্যধিক বৃষ্টি হতে পারে রবিবার। এ ছাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার-সহ উত্তরের পাহাড় ঘেঁষা সব জেলাতেই সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত **১১** টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বাজারে হানা এনফোর্স ও পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বড় মাপের পদক্ষেপ নিলো। বর্ষার মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মার খেয়েছে সবজির ফলন। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বাজারদর বৃদ্ধির। আর সেই জেরেই কালোবাজারি রুখতে রবিবারের বারুইপুর কাছারি বাজারে অভিযান চালালো বারুইপুর পুলিশ জেলার এনফোর্স ডিপার্টমেন্ট ও বারুইপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি সঙ্গে ছিল বিডিও অফিসের প্রতিনিধি সহ বারুইপুর পুরসভার প্রতিনিধি সহ অন্যরা। জানা গিয়েছে, বারুইপুর বাজার ঘুরে ঘুরে এনফোর্স ডিপার্টমেন্ট সদস্যরা কথা বললেন খুচরো এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তাঁরা পরামর্শ দিলেন বাজারে অহেতুক বেশি দামে সবজি বিক্রি করা যাবে না। বিভিন্ন সবজির দর খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। পেঁয়াজ, আলু, আদা, ডিমের দাম চড়া বলে অভিযোগ। যে যার মত দাম নিচ্ছে বলে অভিযোগ। সেই কারনে একাধিক ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে পুলিশের তরফে। ব্যাবসায়ীদের বলা হয়েছে বাজার দরের একটি নির্দিষ্ট তালিকা যাতে টাঙানো হয়। নির্ধারিত দামের বেশি দাম নেওয়া হলে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে পুলিশ। আর এদিন শুধু বারুইপুর নয় শহরের একাধিক বাজারে এইরকম অভিযান চলে বলে জানা গিয়েছে পুলিশের তরফে। বিভিন্ন বাজারে গিয়ে বাজার দর খতিয়ে দেখছে এনফোর্স ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। এই অভিযান আপাতত জারি থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট ও কালোবাজারি রোধে এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট ও কালোবাজারি রোধে এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণ, জিনিসের দাম ঠিক রাখতে হাওড়ার কদমতলা সহ বিভিন্ন বাজারে ইবি, এগ্রি মার্কেটিং সহ পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ অভিযান চলে রবিবার সকালে। এদিন হাওড়ার কদমতলা বাজারে ব্যাঁটরা থানার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এগ্রি মার্কেটিং, ইবি-র টিম ওই অভিযান চালায়। মূলতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট ও কালোবাজারি রোধে পুলিশ প্রশাসন, কৃষি বিপণন (এগ্রি মার্কেটিং) ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি) এই বাজার তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানে পণ্যের সঠিক দাম ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এর পাশাপাশি জিনিসের অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করা হয়। অভিযানের উদ্দেশ্য, পণ্যের কালোবাজারি প্রতিরোধ করা এবং বাজারে পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রাখা। বাজারমূল্য যাচাই, ওজনে কারচুপি রোধের বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। সঠিক ওজন এবং ভেজালমুক্ত পণ্য বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও দেখা হয়। হাওড়ার এগ্রি মার্কেটিং অফিসার কৌশিক হালদার, আইসি ব্যাঁটরা অভিষেক বিশ্বাস ও পুলিশ টিম এবং হাওড়া ইবি টিম এদিনের কদমতলা বাজারে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এদিন হাওড়ার কদমতলা বাজারের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বাজারেও অভিযান চালানো হয়।

রক্ত ও প্লাজমা স্থানান্তরে কড়াকড়ি স্বাস্থ্য দপ্তরের, অনুমতি ছাড়া বিপুল পরিমাণ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রক্ত ও রক্তের উপাদান, বিশেষ করে প্লাজমার অনিয়ন্ত্রিত লেনদেন এবং সম্ভাব্য অপব্যবহার রুখতে আরও কড়া অবস্থান নিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমস্ত ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য নতুন করে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা অন্যত্র পাঠানো বা বিক্রি করা যাবে না। বিশেষ করে আন্তঃরাজ্য রক্ত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে রক্তের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। স্বাস্থ্য ভবনের পক্ষ থেকে পুরনো নির্দেশিকার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, কোনও ব্লাড ব্যাঙ্ক যদি বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা অন্য রাজ্যে পাঠাতে চায়, তবে অন্তত ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য রাজ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের কাছে জমা দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। আবেদনপত্রে রক্ত পাঠানো ব্লাড ব্যাঙ্কের নাম, কোন গ্রুপের কত ইউনিট রক্ত বা প্লাজমা পাঠানো হবে, কোথায় পাঠানো হবে এবং কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে, সেই সমস্ত তথ্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

মা ফ্লাইওভারে চিনা মাঞ্জার ফাঁদে গুরুতর জখম শিক্ষিকা, অল্পের জন্য রক্ষা পেল চোখ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জার দৌরাত্ম্য ফের উদ্বেগ বাড়াল কলকাতায়। শনিবার রাতে শহরের মা ফ্লাইওভারে অ্যাপ-বাইকে যাত্রার সময় চিনা মাঞ্জার আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। মুখের একাধিক অংশ গভীরভাবে কেটে যায়। নাক ও মুখে মারাত্মক ক্ষত তৈরি হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা জরুরি চিকিৎসা শুরু করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের মুখের ক্ষতস্থানে কাঁচের গুঁড়ো মিশে ছিল, যা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পরিষ্কার করতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। আহত শিক্ষিকার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের দুর্গাপুরে হলেও দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস করছেন। শহরের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তিনি। শনিবার রাতে একটি অ্যাপ-ভিত্তিক মোটরবাইকে চেপে গন্তব্যে ফিরছিলেন। মা ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি চিনা মাঞ্জা তাঁর মুখে এসে জড়িয়ে যায়। বাইকচালক সামনে সুতো দেখতে পেয়ে নিজেকে কিছুটা সামলে নিলেও পিছনে বসা ওই শিক্ষিকা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হন। মুহূর্তের মধ্যে ধারালো মাঞ্জা তাঁর নাক, ঠোঁট ও মুখের বিভিন্ন অংশ গভীরভাবে কেটে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান বাইকচালক। হাসপাতালে চিকিৎসার পর ওই শিক্ষিকা জানান, প্রথমে তিনি বুঝতেই পারেননি কী কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটল। তাঁর কথায়, মুখে সুতো লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিদ্যুতের শক অনুভব করেছিলেন। পরে চিকিৎসকেরাই তাঁকে জানান, চিনা মাঞ্জার আঘাতেই তাঁর মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তিনি চশমা পরে থাকায় চোখ দু'টি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। না হলে আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। প্রসঙ্গত, চিনা মাঞ্জা ব্যবহারের কারণে এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। গত বছর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে গলা কেটে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক প্রাক্তন সেনাকর্মী। এছাড়াও মা ফ্লাইওভার ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বহু মোটরবাইক আরোহী এই বিপজ্জনক সুতোয় আহত হয়েছেন। অতীতে দুর্ঘটনা রুখতে ফ্লাইওভারের কিছু অংশে ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যদিও প্রশাসনের তরফে চিনা মাঞ্জা ব্যবহার ও বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তবুও সেই নির্দেশ অমান্য করে এখনও বিভিন্ন এলাকায় এর ব্যবহার বন্ধ হয়নি। সাম্প্রতিক এই ঘটনা ফের প্রমাণ করল, নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জার বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি ও আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এখনও সমানভাবে রয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি উঠতে শুরু করেছে।

অবশেষে ৫০ বছরের অপেক্ষার অবসান, শিবপুরের ভূতবাগান খালপাড়ে শুরু কংক্রিটের রাস্তার কাজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দীর্ঘ পাঁচ দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে হাওড়ার শিবপুরের ভূতবাগান খালপাড় এলাকার বাসিন্দাদের। স্বাধীনতার পর একাধিকবার জনপ্রতিনিধি বদলালেও এলাকার মানুষ একটি স্থায়ী পাকা রাস্তার মুখ দেখেননি বলে অভিযোগ। বর্ষা এলেই কাদা, জল জমে থাকা এবং খানাখন্দে ভরা রাস্তাই ছিল নিত্যসঙ্গী। সেই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কাটিয়ে অবশেষে শুরু হল ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ। হাওড়া পুরসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকায় নতুন কংক্রিটের রাস্তা তৈরির উদ্যোগে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নিজেও উপস্থিত ছিলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁদের এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিল। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার উপর জল জমে যেত, তৈরি হত বড় বড় গর্ত। সেই পথ দিয়েই প্রতিদিন স্কুলপড়ুয়া, চাকরিজীবী, প্রবীণ নাগরিক এবং সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হতো। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিত। কাদা ও জলমগ্ন রাস্তা অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। মোটরবাইক কিংবা সাইকেল আরোহীদের পড়ে গিয়ে আহত হওয়ার ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। এমনকি জরুরি পরিষেবার গাড়ি প্রবেশ করতেও সমস্যার মুখে পড়তে হতো বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের বক্তব্য, অতীতে বহুবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে পাকা রাস্তার দাবি জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে আবেদন, অভিযোগ এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। প্রতিশ্রুতি মিললেও তা কার্যকর হয়নি বলেই তাঁদের দাবি। ফলে বছরের পর বছর ধরে একই সমস্যার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন এলাকার মানুষ। সম্প্রতি স্থানীয়দের সমস্যার কথা সামনে আসতেই রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত রাস্তা তৈরির আশ্বাস দেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের সূচনালগ্নে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে নির্মাণ প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া নয়, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধান করাই সরকারের অগ্রাধিকার। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে এবং ভবিষ্যতেও এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নতুন রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের অনেকের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার হওয়ার পর অবশেষে তাঁদের দাবি গুরুত্ব পেয়েছে। কেউ বলেন, এত বছর পর মনে হচ্ছে এলাকার উন্নয়নের কাজ সত্যিই শুরু হয়েছে। আবার কেউ জানান, অতীতে শুধু আশ্বাস মিললেও এবার বাস্তবে কাজ হতে দেখছেন তাঁরা। স্থানীয়দের আশা, রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে যাতায়াতের সমস্যা অনেকটাই কমবে এবং বর্ষাকালে দুর্ভোগ থেকেও মুক্তি মিলবে। দীর্ঘদিনের অবহেলার অভিযোগ পেরিয়ে ভূতবাগান খালপাড় এলাকায় রাস্তা নির্মাণের এই উদ্যোগকে ঘিরে এখন আশাবাদী স্থানীয় মানুষ। তাঁদের প্রত্যাশা, শুধু রাস্তা নয়, ভবিষ্যতে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, আলো এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবারও উন্নয়ন হবে। বহু বছরের অপেক্ষার পর শুরু হওয়া এই কাজ শেষ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা।

ইউনিয়ন-সংঘাতের জেরে স্তব্ধ বাঘাযতীন-রানিকুঠি অটো পরিষেবা, চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত বাঘাযতীন-রানিকুঠি রুটে রবিবার সকাল থেকে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় অটো পরিষেবা। ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। কর্মস্থলে যাওয়া থেকে শুরু করে জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত;সব ক্ষেত্রেই দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অটো পারমিটকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং তার জেরে তৈরি হওয়া উত্তেজনার কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় অটোচালকদের অভিযোগ, রবিবার সকালে কয়েকজন যুবক মোটরবাইকে করে অটোস্ট্যান্ডে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের দাবি ছিল, নির্দিষ্ট কয়েকটি অটোকে এই রুটে চলাচলের অনুমতি দিতে হবে এবং সেই নির্দেশ না মানলে কোনও অটোই চলতে দেওয়া হবে না। চালকদের বক্তব্য, ওই যুবকেরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করেন। প্রতিবাদ জানানো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, কয়েকজন চালকের সঙ্গে বচসার পর হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এমনকি একাধিক চালক মারধরের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এক অটোচালক বলেন, আচমকাই কয়েকজন এসে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। তাঁরা দাবি করেন, তাঁদের নির্দেশ মেনেই অটো চালাতে হবে। চালকদের একাংশ প্রতিবাদ জানাতেই পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এক চালককে মারধর করা হয় এবং অন্যদেরও ভয় দেখানো হয়। এই ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে অধিকাংশ চালক অটো নামাতে অস্বীকার করেন। তার জেরেই কার্যত বন্ধ হয়ে যায় গোটা রুটের অটো পরিষেবা। স্ট্যান্ডের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি জানান, ওই যুবকেরা তাঁর হাতে একটি কাগজ তুলে দেন। সেখানে কয়েকটি অটোর নম্বর উল্লেখ করে জানানো হয়, আপাতত শুধুমাত্র ওই গাড়িগুলিই এই রুটে চলবে এবং পরে পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর দাবি, বিধায়ক স্পষ্টভাবে জানান যে এই ধরনের কোনও নির্দেশ তিনি দেননি এবং এমন কোনও অবৈধ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেন যে বৈধ পারমিট ছাড়া কোনও অটো এই রুটে চলাচল করতে পারে না। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অটো পরিষেবা বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। বাঘাযতীন থেকে রানিকুঠি পর্যন্ত দীর্ঘ এই রুটে অটোই বহু মানুষের প্রধান এবং সহজলভ্য পরিবহণের মাধ্যম। সকাল থেকে অটো না পেয়ে অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। কেউ বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে অন্য যানবাহনের সাহায্য নেন, আবার অনেকেই পায়ে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং অসুস্থ যাত্রীদের ভোগান্তি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, পরিবহণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অশান্তি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। তাঁদের দাবি, প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কারা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে অটো চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখারও দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিক সংগঠনগুলির সাংগঠনিক কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। অনেক জায়গায় পুরনো ইউনিয়নের প্রভাব কমেছে, আবার নতুন সংগঠনও এখনও পুরোপুরি শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। ফলে পরিবহণ ক্ষেত্রের বহু চালক সংগঠনগত অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বাঘাযতীন-রানিকুঠি রুটে যে অশান্তির ঘটনা সামনে এল, তা নতুন করে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অটো পারমিটকে কেন্দ্র করে কারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল, অভিযোগের সত্যতা কতটা এবং এর নেপথ্যে আদৌ কোনও সংগঠিত স্বার্থ কাজ করছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। ঘটনার তদন্ত ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীকে কুপিয়ে খুন, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে; তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে এক আইএসএফ কর্মীর নৃশংস হত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার গভীর রাতে মাধবপুর থানার অন্তর্গত বেলিয়াডাঙ্গা গ্রামে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হন ৪৫ বছর বয়সি আতাবুদ্দিন মোল্লা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থল ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। যদিও মৃতের পরিবার এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগের কথা অস্বীকার করেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে মাধবপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে আতাবুদ্দিন মোল্লার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে অবনতি না ঘটে, সে জন্য এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আইএসএফ কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা গোলাম সরোয়ার এবং তাঁর দাদা মোস্তফা। তাঁদের দাবি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আতাবুদ্দিনকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না তদন্তকারী সংস্থা। আইএসএফ নেতা গাজি সাহাবুদ্দিন সিরাজি দাবি করেন, অভিযুক্তেরা বর্তমানে বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বক্তব্য, এই হত্যার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। তবে এলাকায় ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে কোনও বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, নিহত আতাবুদ্দিন মোল্লার পরিবারের বক্তব্য ভিন্ন। মৃতের তুতো ভাই সোহরাবুদ্দিন মোল্লা জানান, এই হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া ঠিক হবে না। তাঁর দাবি, কয়েক দিন আগে অভিযুক্তদের সঙ্গে আতাবুদ্দিনের ব্যক্তিগত একটি বিবাদ হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্তেরা এক মহিলাকে হেনস্থা করেছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। তাঁদের ধারণা, সেই ঘটনার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। এর বাইরে কোনও রাজনৈতিক বিরোধ বা দীর্ঘদিনের শত্রুতার কথা তাঁরা জানেন না বলেও দাবি করেন। এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকেও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি অবনী মণ্ডল বলেন, বিজেপি কখনও হিংসা বা খুনের রাজনীতি করে না। তাঁর দাবি, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিবাদের ফল। অভিযুক্তের পরিবারের একজন সদস্য বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকলেই দলকে দায়ী করা যায় না। তিনি বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক এবং প্রকৃত সত্য সামনে আনুক। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার পর অভিযুক্তেরা থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন বলে নিহতের পরিবারের দাবি। যদিও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তদন্তকারীরা ঘটনার নেপথ্যের কারণ, হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সমস্ত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছেন। একই সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

গুলিবিদ্ধ বিজেপি যুব মোর্চা কর্মী, ঘটনায় দলেরই কর্মী গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ হুগলির আরামবাগে গুলিবিদ্ধ হলেন বিজেপির এক যুব মোর্চা কর্মী। শনিবার গভীর রাতে আরামবাগের সালেপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোঙ্গল এলাকায় ঘটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিজেপিরই এক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও এ বিষয়ে দলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বিজেপি কর্মীর নাম সুজন গড়াই। তিনি আরামবাগের গৌরহাটি এলাকার বাসিন্দা এবং যুব মোর্চার সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, শনিবার রাতে ডোঙ্গল এলাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। একটি গুলি তাঁর পায়ে লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। পরে তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর রবিবার সকালে আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বিজেপির অঞ্চল কনভেনার সরোজ লাগা-সহ মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সরোজ লাগাকে গ্রেফতার করেছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই ঘটনার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখ তে শুরু করেছেন। কী কারণে গুলি চালানো হল, ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল এবং এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত থাকতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই হামলার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

ভাঙড়ে আবার খুন, এবার খুন হলো এক আই এস এফ কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আবার উত্তপ্ত ভাঙড়। রক্ত ঝরল ভাঙড়ে। 'খুন' এক আইএফএফ কর্মী। মৃত যুবকের নাম আতাবুদ্দিন মোল্লা। তাঁর বাড়ি ভাঙড়ের মাধবপুর এলাকায়। বিজেপির লোকজন এই খুন করেছে বলে মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ। ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। ভোটেরআগে থেকেই রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। আই এস এফের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলছিল বলে অভিযোগ। ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে ভাঙড় এলাকায় বড় কোনও উত্তেজনা দেখা যায়নি। তবে এবার খুন আইএসএফ কর্মী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে আইএসএফ কর্মীর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চলে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই কর্মীর। গভীর রাতে বছর ৩৫ বয়সি আইএসএফ কর্মী আতাবুদ্দিন মোল্লার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।

রাতের অন্ধকারে গরু পাচার' বলে সন্দেহ! আটক ছোট হাতি

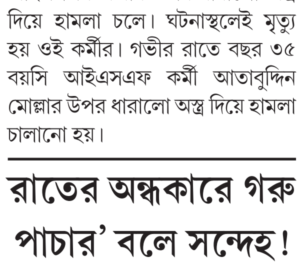

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাতের অন্ধকারে গরু পাচার' বলে সন্দেহ! হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে আটক ছোট হাতি ম্যাটাডোর গাড়ি, আটক এক ব্যক্তি। উদ্ধার ৬টি গরু। সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটি আটকে পুলিশে খবর দেন জনৈক টোটোচালক। উদ্ধার করা হয় ৬টি গরু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ হাওড়ার রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে রেলগেট বন্ধ থাকায় একটি ছোট হাতি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটি প্লাস্টিকে ঢাকা থাকায় সন্দেহ হয় স্থানীয় টোটোচালক সন্তু দে'র। গাড়ির ভিতরে নড়াচড়া লক্ষ্য করে তিনি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় প্লাস্টিক সরিয়ে তিনি দেখেন গাড়ির ভিতরে ৬টি গরু রয়েছে। এরপরই গাড়ির চালককে ধরে পুলিশে খবর দেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়িতে থাকা আরও ২ জন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সন্তু দে জানান, গাড়িটি ডানকুনি থেকে খিদিরপুরের দিকে যাচ্ছিল বলে চালকের কাছ থেকে জানতে পারেন। পুলিশ ৬টি গরুকে উদ্ধার করে রবিবার সরকারি গোশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এবং গরুগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বসিরহাটের বিভিন্ন বাজারে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযান

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রবিবার সকালে বসিরহাটের একাধিক বাজারে কড়া নজরদারি প্রশাসনের। খোলাপোতা বাজার,বসিরহাট পুরাতন বাজার ও টাকী থুবা বাজারে পরিদর্শনে নামেন ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রঞ্চ্ াঞ্চ। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিক রা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় থানা, কৃষি বিভাগ, ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ এবং পৌরসভার আধিকারিকরা। বাজারের ফল, সবজি, মাছ, মাংস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা কথা বলেন ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে। বিভিন্ন দোকানে সামগ্রীর মূল্য শোনেন ও গুনগত মান পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রতিটি দোকানে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী রেট চার্ট দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও, যে পাইকারি বাজার বা সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য কেনা হচ্ছে, তার বৈধ ক্রয় বিল সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়। কোনো ক্রেতার কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যের বেশি দাম নেওয়া হলে, ওজনে কারচুপি করলে, বাসি খাবার বা নকল পণ্য বিক্রি করলে বা বিল ছাড়া ব্যবসা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়। অধিকারিকরা জানান, এটি মূলত সচেতনতামূলক অভিযান। প্রথমবার ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। তবে পরবর্তী পরিদর্শনে যদি একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মন্দিরবাজারে সাতসকালে পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক, আহত একাধিক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরবাজার, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রবিবার সাতসকালে পথ দূর্ঘটনা,মৃত এক, আহত একাধিক, এলাকায় শোকের ছায়া। পিকআপ ভ্যানকে পাশ কাটাতে গিয়ে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। মৃত্যু কন্ডাক্টরের, জখম বহু দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের গাববেড়িয়াতে। মৃত ব্যক্তির নাম খোকন সর্দার। রাস্তা বেহাল হওয়ার জন্য ওই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ উঠেছে। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ৮৯ রুটের বাস ঢোলাহাট থেকে লদীকান্তপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাববেড়িয়া অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার হাল বেহাল। বর্ষার কারণে সেই রাস্তায় হাঁ-মুখ আরও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বলে নিত্যযাত্রীদের দাবি। রবিবার সকালে যাত্রীবোঝাই বাসটি যাচ্ছিল। সে সময় একটি দুধের পিকআপ ভ্যান সামনে চলে যাসে। ওই গাড়িটিকে পাশ কাটাতে গিয়েই ঘটে যায় প্রাণঘাতি দুর্ঘটনা।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেহাল রাস্তায় বাসটি উলটে যায়। দ্রুত ভিতর থেকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসা হয় যাত্রীদের। আর এদিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫৭ বছর বয়সী বাস কন্ডাক্টর খোকন সর্দারের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়। জখমদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুধের ওই পিক আপ ভ্যানটি অবৈধ ভাবে রাস্তায় চলাচল করে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বাস সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনার জন্য বেহাল রাস্তার দ্রুত মেরামত ও অবৈধ যান বন্ধের দাবি তুলেছে। আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মাদক বিরোধী সচেতনতা সভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জয়নগর জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর থানার ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা এলাকায় মাদক বিরোধী সচেতনতা মূলক কার্যক্রম চলছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের উদ্যোগে মাদক বিরোধী সচেতনতা সভা হয়ে গেল রবিবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে। রবিবার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার পৌর নাগরিকদের নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদার, এস আই শুক্রানুর সাহা, এস আই রাজীব চৌধুরী,বিজেপির জয়নগর তিন নং মন্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী, জেলা মহিলা নেত্রী সুপর্ণা কুন্ডু সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও বহু পৌরবাসী। এই সভায় মাদক,মদ জুয়া, ইভটিজিং সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য পৌরবাসীদের অনুরোধ করা হয়। এদিন পৌর বাসীদের তরফে ও এলাকায় মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানানো হয়। এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালিত হল টাকীতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, টাকী, ২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রবিবার টাকী ইছামতী নদীর ধারে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মূর্তি পাদদেশে সমবেত হন পরিবেশ কর্মী, বিজ্ঞান কর্মী, সমাজসেবী, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক- শিক্ষিকা সহ সাধারন মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, টাকি বিজ্ঞান চক্র ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান সভার উদ্যোগে শ্রদ্ধা জানানো হয় সমাজসেবী বাঙালী, রসায়নবিদ, দার্শনিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। আবৃত্তি, গান ও বাঙালী বিজ্ঞানীর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা পর্বের মধ্য দিয়ে পালিত হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতার ১৬৬ তম জন্মদিবস। উপস্থিত ছিলেন ইছামতী বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি পার্থ মুখার্জী, সম্পাদক প্রদীপ্ত সরকার, টাকী বিজ্ঞান চক্রের সভানেত্রী মনীষা মুখার্জী, সম্পাদক গৌর বাউলিয়া, টাকীর প্রাক্তন পৌরপিতা দিলীপ ব্যানার্জী প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। বাঙালী বিজ্ঞানীর জীবন দর্শন বিষয়ক আলোচনায় উঠে আসে তার দেশপ্রেম নিয়ে একাধিক অজানা বিষয়। প্রাক্তন পৌরপিতা মাননীয় দিলীপ ব্যানার্জী স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'ঠাকুরদার কাছে প্রায় শুনতাম এই রাস্তা ধরে নদী পার হয়ে রাডুলী কাঠি পাড়ায় গুপ্ত বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন প্রফুল্ল রায়। এখানে গিয়ে বলহরি সর্দারের বাড়িতে থাকতেন। তাই বাঙালী বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধা জানাতে সেই পথের মাঝখানে ওনার আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।' 'পার্থ মুখার্জী বলেন তদেশ জুড়ে যেভাবে অন্ধত্ব, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি বেড়ে চলছে তার থেকে বেরোতে আরও অনেক বেশি করে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা, রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রায়ের জীবন দর্শন আলোচনা করা প্রয়োজন'।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

শিল্প, বাণিজ্য ও নবজাগরণের পথিকৃৎখ্যা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পরলোগমন করেন ১ আগস্ট ১৮৪৬ সালে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাঙালির যোগসূত্র গড়ে তোলা থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের উন্নতিসাধন বা ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে রেলপথ স্থাপনের স্বপ্ন দেখা; এ সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। তাঁর হাত ধরেই কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বৈভব ও প্রতিপত্তির সূচনা। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ নন; ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান মর্যাদার সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করা মানে কেবল একজন ধনাঢ্য জমিদারকে স্মরণ করা নয়, বরং এমন এক স্বপ্নদ্রষ্টাকে স্মরণ করা, যিনি সময়ের বহু আগে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের ভারতকে কল্পনা করেছিলেন। ১৭৯৪ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম নেওয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর এমন এক সময়ে বেড়ে ওঠেন, যখন ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ফলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কেবল জমিদারির আয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব নয়; শিল্প, বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগই হবে নতুন যুগের চালিকাশক্তি। তিনি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন Carr– Tagore & Company; যা ছিল ভারতীয়দের অংশীদারিত্বে গড়ে ওঠা প্রথম দিকের আধুনিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একটি। দ্বারকানাথের উদ্যোগের পরিধি ছিল বিস্ময়কর। কয়লাখনি, নীলচাষ, চিনি, জাহাজ পরিবহন, বীমা, ব্যাংকিং; সব ক্ষেত্রেই তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন। ব্যবসাকে তিনি কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; বরং ভারতীয়দের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ হিসেবেও বিবেচনা করেছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, তিনি যদি আরও কিছু বছর বেঁচে থাকতেন, তবে ভারতীয় শিল্পপুঁজির ইতিহাস ভিন্ন রূপ পেতে পারত। তাঁকে 'প্রিন্স' (Prince) বলা হতো তাঁর রাজকীয় জীবনযাপন, আভিজাত্য ও আন্তর্জাতিক পরিচিতির জন্য। তবে এই উপাধি কোনো রাজবংশীয় মর্যাদার কারণে নয়। ইউরোপ সফরের সময় তাঁর ব্যক্তিত্ব, রুচি, দানশীলতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে এই পরিচিতি এনে দেয়। ইংল্যান্ডে তিনি রাজপরিবারের সদস্য, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় মিশেছেন; যা সেই সময়ে একজন ভারতীয়ের জন্য ছিল প্রায় অকল্পনীয় ঘটনা। তবে তাঁর জীবন কেবল সাফল্যের গল্প নয়। বিপুল ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বোঝাও বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক মন্দা এবং ব্যবসায়িক জটিলতার ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর সেই ঋণের ভার বহন করতে হয় ঠাকুর পরিবারকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সমাজসংস্কার আন্দোলনেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক। রাজা রামমোহন রায়-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপ, আধুনিক শিক্ষা এবং যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অর্থনৈতিক সহায়তা ও সামাজিক প্রভাব বহু প্রগতিশীল উদ্যোগকে শক্তি জুগিয়েছিল।

গান্ধিবাদী নেতা প্রফুল্ল সেন

ভারতের স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্র সেন এমন এক বিরল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবন একদিকে আদর্শবাদ, সততা ও আত্মত্যাগের প্রতীক, অন্যদিকে কঠোর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। ১৮৯৭ সালের ১০ এপ্রিল অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে তাঁর জন্ম। শৈশবের একটি বড় অংশ বিহারে কাটলেও উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। বিলেতে গিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার স্বপ্ন প্রায় নিশ্চিত ছিল, কিন্তু ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী-র ভাষণ তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে দেয়। তিনি ব্যক্তিগত কর্মজীবনের সম্ভাবনা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তী দুই দশকে লবণ সত্যাগ্রহ, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়; মোট প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় তিনি ব্রিটিশ কারাগারে কাটান। এই দীর্ঘ সংগ্রাম তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রকে আপসহীন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নৈতিকভাবে দৃঢ় করে তোলে। ১৯২৩ সালে তিনি হুগলি জেলার আরামবাগকে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। সে সময় আরামবাগ ছিল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, কৃষিনির্ভর এবং অত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন সেখানে খাদি ও কুটিরশিল্প গড়ে তোলেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা আন্দোলন চালান, কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল একেবারে গান্ধীবাদী;খদ্দরের পোশাক, সাধারণ খাদ্যাভ্যাস, ব্যক্তিগত সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি এবং জনসেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। এই কারণেই সাধারণ মানুষ তাঁকে 'আরামবাগের গান্ধী' নামে সম্মানিত করেন। স্বাধীনতার পর বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও সততার প্রতি আস্থা রেখে ১৯৪৮ সালে খাদ্য, কৃষি, ত্রাণ ও সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্ব দেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে তিনি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতির প্রধান স্থপতিদের একজন হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী হন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

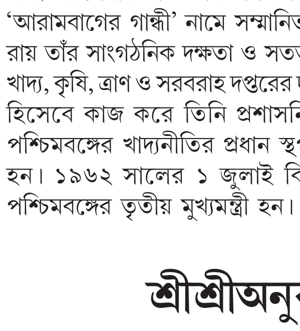

সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে সঠিক পথ ধরে পরিচালিত করলে সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে।

স্বদেশ প্রেমিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৬১ সাল। বাংলার দুই বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম সাল। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রফুল্লচন্দ্র। একজন এপার বাংলায়। আর একজন ওপার বাংলায়। বাংলার দুই মনীষী স্বদেশি চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিগুরু বহু স্বদেশ পর্যায়ে সঙ্গীত, কবিতা এবং গল্প রচনা করেছেন। আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বদেশি চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বেড়া ভেঙে দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদের

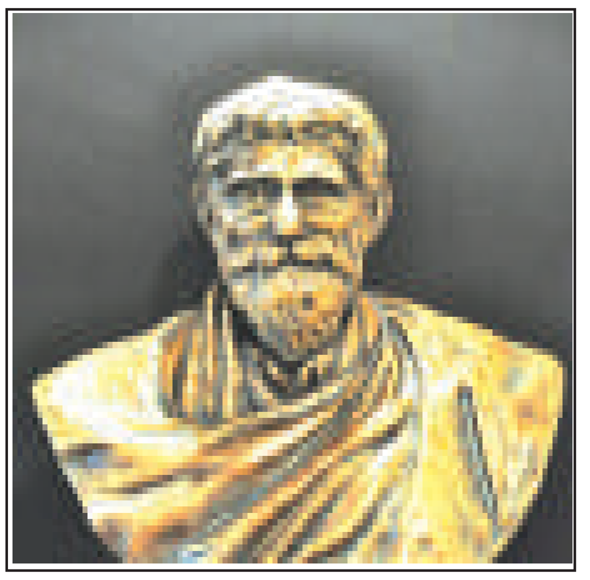

উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ ও দশের সেবার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট। পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়। মাতার নাম ভুবনমোহনী দেবী। অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র। সবাই তাঁকে সংক্ষেপে ফুলু বলে ডাকতো। কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোর-খুলনা রাড়ুলি গ্রাম। এখানেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানী আচার্যদেব রায়। এই নদের অন্য তীরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন এবং প্রফুল্লের জন্মকালের ব্যবধান ছিল পংয়ত্রিশ বছর। রাড়ুলি ছিল মাইকেলের মামার বাড়ি। সাগরদাঁড়ি থেকে রাড়ুলি প্রায় দশ কিলোমিটারের পথ। ১৮৭০ সালে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে প্রফুল্ল পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। ১৮৭১ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। সঙ্গে তাঁর বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে ভর্তি করা হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তখন হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক। যখন তিনি চর্তুথ শ্রেণিতে পড়ছেন তখন তাঁর শরীর খারাপ হলে তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে গ্রামে উপস্থিত হলেন। ১৮৭৬ সালে সুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। সেই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল মেট্রোপলিটন স্কুলে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। ইংল্যাণ্ডের অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। তখন স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে ভারতে দুইজন গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেছেন। একজন মুম্বই নিবাসী পারসি ছাত্র বাহাদুরজি এবং অপরজন হলেন কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র। বৃত্তি লাভ করেই তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। সেখানে তখন ছিলেন ভারতের আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস। প্রফুল্লচন্দ্র এর দুই বছর আগেই জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। প্রফুল্লকে স্বাগত জানাতে সেদিন লণ্ডনের ফেনচার্চ স্ট্রিট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন জগদীশচন্দ্র। লণ্ডন থেকে অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৪০০ মাইল দূরে। প্রফুল্লচন্দ্র বিএসসিতে ভর্তি হলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিএসসি পাশ করলেন। এবারে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'অন পিরিয়ডিক ক্ল্যাসিফিকেশন অব এলিমেন্টস'। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট পেলেন সঙ্গে পেলেন হোপ পুরস্কারসহ দুটি স্কলারশিপ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল সোসাইটি ছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পনন্ন বিজ্ঞানী ক্র্যামব্রাউন এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। নিজের যোগ্য দিয়ে এই সোসাইটির সহ সভাপতি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর নাম বিলাতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। সেই সময়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে এবং পরে ভারতবর্ষ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার বিষয় পচ্ছন্দ করেছিলেন। সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রবন্ধটি পুরস্কার লাভ করেনি। কিন্তু একটি মন্তব্য লাভ তিনি করেছিলেন 'ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে এই লেখক তীব্র কটূক্তি করেছেন'। বিখ্যাত রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্রের গায়ে ব্রিটশ বিরোধী এবং দেশপ্রেমিকের লেবেল এঁটে দেওয়া হল।

১৮৮৮ সালে স্বদেশে ফিরলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাজে যোগদান করলেন মাত্র ২৫০ টাকার মাইনেতে। বেকার থাকার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রে দিন কাটতো জগদীশ চন্দ্র বোস এবং তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর আতিথ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদালয়ের পরীক্ষাগারে 'মারকিউরাস নাইট্রেইট' আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি দুই খণ্ড ' এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বই রচনা করেন। ভারতবর্ষে অতীতে যে রসায়ান শাস্ত্রের চর্চা ছিল তা তিনি বিস্তারিতভাবে তথ্য দিয়ে বই লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ক্রান্তিকাল,তান্ত্রিক পর্যায় এবং ওষধি বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তাঁর এই রসায়ন বইটি রচিত। ভারতের বিভিন্ন গাছ থেকে ঔষুধি লাভ থেকে শুরু করে ধাতু নিষ্কাষণের মধ্যে দিয়ে যে সব চিকিৎসাবিদ্যা এবং ধাতুবিদ্যার উন্নতি লাভ করেছিল তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুবই স্পষ্টবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন। বিজ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। সেই কারণে তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে সত্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তিনি কারোর কাছে মাথা নত করার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, " যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন- শব ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব। সেই দেশে শব স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।' আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতার মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তার ফলে তিনি ধর্মচ্যুত হন। পরে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি জাতি সম্পর্কে উপলব্ধি করে লিখছেন, " শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্বনাশের মূল। কোনো কাজ করিব না, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব বা আরাম -চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব। অথচ দেশকে অগ্রসর করাইব। আমরা আজকাল 'বাঙালি জাতি' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু জাতি-গঠনের জন্য যে কত মালমশলা ও উপকরণ দরকার তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ বক্ষে ধারন করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক।" ১৮৯২ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বন্ধু অমূল্যচরণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে। ১৯০১ সালে ১২ এপ্রিল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানি পরিণত করেছিলেন। তিন বছর ধরে ভেজাল ঘি এবং তেল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন যা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে (খণ্ড ৫৯, সংখ্যা ৬৩)। এছাড়াও আর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আন্তরিক। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তিনি স্বদেশি বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেন। ১৫ জুন ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পান। সেখানে রাজা বাজার সায়েন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। ১৯৩৮ সলে তিনি 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে ১৬ জুন তিনি প্রয়াত হন।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনের একটি কক্ষ। সাদা সিধে জীবন যাপন করতেন। অথচ তখন মাসিক আয় হাজার টাকার উপরে। মোট আয় থেকে নিজের জন্য মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকি সব দান করে দিতেন। বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে স্যার পি.সি. রায়ের নাম লেখা ছিল বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী। ১৯১৯ সালে ১৮ জানুয়ারী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। স্যার পি.সি.রায় সেখানে বলেন - 'আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষনাগারেই আমার কাজ, কিন্ত এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। আমি অনিষ্টকর এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।' বাংলার বিপ্লবীদের বোমা তৈরি কলাকৌশল শিখিয়ে দিতেন খুবই গোপনে। ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতি নজর রাখতো। কারণ তিনি স্বদেশি আন্দোলনে এবং স্বদেশি পণ্য তৈরি করে দেশবাসীর হাতে তুলে দিতেন।

বাঙালি ছোটগল্পকার ও কথা সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী

শঙ্কর লাল কর্মকার

ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরলোকগমন করেন ১ আগস্ট, ১৯৮২ সালে। গৌরকিশোর ঘোষ বলতেন, এক ধরণের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব যা জ্যোতিরিন্দ্র ছাড়া অন্য কোনও লেখকের রচনায় ধরা পড়ে না। 'প্রকৃতিকে এমন জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখিনি আর কারওর লেখায়' বলতেন সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ।

বেলেঘাটা বারোয়ারিতলা লেন। ভারী অদ্ভুত এক বাড়ির মাঝখানে একটা বড় উঠোন। বিচিত্র পেশার মোট এগারো ঘর ভাড়াটে। এমনই একটি ঘরের খোলা দরজার সামনে বিশাল এক ফাঁকা মাঠ। প্রচুর আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতরে ছিপছিপে একহারা শরীরটার ওপর। আধশোওয়া হয়ে লোকটি কেদারায় বসে আছেন, ভাবছেন আর লিখছেন। সময়টা ১৯৫৪-৫৫ সাল। 'বারো ঘর এক উঠোন' জন্ম নিচ্ছিল আস্তে আস্তে। ছোটবেলার কবিতা লেখা কলেজ জীবনে সাহিত্যচর্চায় রূপান্তরিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩১ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক বছর গৃহবন্দি থাকাকালীন তার সাহিত্য চর্চার উপরেও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা জারি। এই সময়ে জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে 'সোনার বাংলা' ও 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'রাই চরণের বাবরি'।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত কলেজ ম্যাগাজিনে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা 'অন্তরালে' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার অধ্যাপক সুধীর সেন তা পড়ে মুগ্ধ হলেন। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নজরে আসে জ্যোতিরিন্দ্রর লেখা। তাঁর সম্পাদিত নবশক্তি, সাপ্তাহিক সংবাদে গল্প প্রকাশের সুযোগ করে দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর লেখা ছোট গল্প 'ভাত' ও 'গাছ' (ইংরেজিতে), 'ট্যাক্সিওয়ালা' ও 'নীল পেয়ালা' (জার্মান ভাষায়), 'সিঁদেল' (ফরাসিতে), 'একঝাঁক দেবশিশু' ও 'নীলফুল' (হিন্দিতে) এবং 'বলদ' (মরাঠি ভাষায়) অনূদিত হয়। ১৯৩৭ সালে পাকা পাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন জ্যোতিরিন্দ্র। ছোটগল্পকার হিসেবে নজর কাড়ার পর ১৯৪৮-এ 'দেশ' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'সূর্যমুখী'।

কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বই 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি'। 'সূর্যমুখী' উপন্যাসটি লেখেন রামচাঁদ লেনের বাড়িতে থাকাকালীন। বিবাহের তিন বছর পরে তিনি অতুল্য ঘোষের কাগজ 'জনসেবক'-এ কাজ করেন প্রায় তেরো বছর। তার পর লেখায় মনোযোগ দেন। তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সাগরময় ঘোষ।

তাঁর লেখা কিছু ছোট গল্প- খেলনা, শালিক কি চড়ুই, চন্দ্রমল্লিকা, চার ইয়ার, গিরগিটি, বনানীর প্রেম, মহিয়সী, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, বন্ধুপত্নী, নদী ও নারী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, দিনের গল্প রাত্রির গান, জয়জয়ন্তী, সমুদ্র, তারিণীর বাড়িবদল, ছিদ্র, ক্ষুধা, বুনোওল, আজ কোথায় যাবেন, আম কাঁঠালের ছুটি, ভাত, ট্যাক্সিওয়ালা, গাছ, চোর, পার্বতী পুরের বিকেল, ছুটকি বুটকি, বনের রাজা ইত্যাদি। উপন্যাস -সূর্যমুখী, মীরার দুপুর, বারো ঘর এক উঠোন, গোলাপের নেশা, গ্রীষ্ম বাসর, নিশ্চিন্তপুরের মানুষ, সমুদ্র অনেক দূর, আলোর ভুবন, হৃদয়ের রং, স্বর্গোদ্যান, আকাশলীনা, নিঃসঙ্গ যৌবন, নাগকেশরের দিনগুলি, প্রেমের চেয়ে বড়, বনানীর প্রেম, অপারেশন, সুনন্দার প্রেম, নীড়, ঝড়, হরিণমন, সর্পিল, দুই সমুদ্র, লড়াই, স্বর্গখেলনা, দ্বিতীয় প্রেম, এই তার পুরস্কার, লাস্ট চ্যাপ্টার, রাবণবধ, হৃদয়জ্বালা, তিন পরী ছয় প্রেমিক, অভিনয়, রাঙা শিমুল, নীল রাত্রি, বিশ্বাসের বাইরে, ছোটো পাখি নীল আকাশ, বনহরিণী, সোনার ভোমরা, প্রেমিক, যুবতীর মন নদী, কলকাতার নট, সাঁকোর ওপরে নীরা ও সপ্তরথী, শেষ বিচার, আততায়ী, জীবনের স্বাদ, জ্যোৎস্নার খেলা, মন বদলায়, সাদা ফুল কালো কীট, অবেলায়, অনুভার স্বপ্ন, বসন্ত রঙিন, স্বাতী ও দীপু, প্রণয় এক প্রাণ শিল্প ইত্যাদি। সম্মান ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ১৯৬৫ সালে। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯৬৬ সালে। জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা জীবনঃ কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এ জায়গা ছিল তাঁর মাতুলালয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তাঁর বাবা অপূর্বচন্দ্র নন্দী। পরে অবশ্য ওকালতি পেশায় যোগ দিয়েছিলেন। জন্মের বেশ কয়েক দিন পরে মা চারুবালাদেবী তাকে নিয়ে চলে আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এই শহরেই, তিতাসের পাড়ে কাটে তাঁর ছেলেবেলা। জ্যোতিরিন্দ্র নাম নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় মাইনর স্কুলে ভর্তি হলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ছবি আঁকা, এবং পরবর্তী কালে সাহিত্যের পাঠ। শৈশবের চারুহারু, ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি পড়তেন।

শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানে কবিগুরু

অনিকেত দত্ত

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। ঘন বর্ষা কি তাঁর একাকী জীবনের অশ্রুপাত, না কি উদ্‌যাপন? বৃষ্টির বন্দিশের আড়ালে ব্যক্তি রবীন্দ্র নাথের মেঘমেদুর দিনযাপনের খণ্ডচিত্র। 'কবির বকা খেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে বনমালী। "বলি চুপ করে আছিস কেন?" "আজ্ঞে!" "এই যে বলিস আমি বড়লোক। 'দ্বারকানাথের লাতি বলে নয়, নেকার জোরে বড় লোক!" ওদিকে কাজল মেঘের ছায়ায় ঢাকছে খোয়াই, শালবন, সাঁওতাল পল্লি। মেঘ দু'কূল ছাপানো কোপাইয়ের জলে। দূরে প্রান্তরের হাওয়ার গানে, পদ্মার আদিগন্ত চরের বৃষ্টি ধোওয়া জুঁই স্মৃতিতে! মেঘ সিংহসদনের মাথায়, শান্তিনিকেতন বাড়ির কার্নিসে। মেঘ ঢুকছে উদয়ন বাড়ির দরজা-জানলা-চিলেকোঠার ভিতর দিয়ে কবির লেখার ঘরে।

এমন মেঘজর্জর সকালে লিখতে বসে, লেখার টেবিলে একটা চিরকুট দেখেই, প্রিয় ভৃত্যকে ডেকে বকছেন রবীন্দ্রনাথ! "তুই যাকে-তাকে এখানে আসতে দিস কেন? আমার বুঝি অন্য কাজ নেই আর! তোর জন্য আমাকে কি শেষে ফরমাশি গান লিখতে হবে...!" এইবার বনমালীর একটু একটু হাসি পেয়েছে। তার যেমন স্বভাব! ফিক করে এই বুঝি সে হেসে ফেলল! সে জানে তার বাবামশাই একটু পরেই আবার তাকে ডাকবে 'লীলমণি।' তার গায়ের কুচকুচে কালো রঙের জন্য কৌতুক করে হয়তো বলবে, "চল বোম্বাইতে গিয়ে থাকি এবার হতে, তোতে আমাতে। সেখানে গায়ের রঙ ফর্সা হয় কিনা!" বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল...। মেঘের বাদল ডানার দিকে চেয়ে উদাস হলেন রবিঠাকুর। চাঁপার গন্ধে ভুরভুর চারপাশ।

একটু একটু করে যেন গৌড়মল্লার রাগের আলাপ-বিস্তার ছড়িয়ে পড়ছে বকুলবীথি, ছাতিমতলা, শ্যামলীবাড়ির উঠোনে। কাগজের চিরকুটটা তুলে কবি পড়লেন 'বেহাগ' কথাটা। হাতের লেখা দেখে চিনতে পারলেন। বুঝলেন, ভোরবেলা বনমালীর

সঙ্গে যোগসাজশ করে এ নির্ঘাত শৈলজার (শৈলজারঞ্জন মজুমদার) কীর্তি! অনতিপরে বেহাগেই গাঁথলেন বর্ষামঙ্গলের জন্য নতুন গান, 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে।'

তার ঠিক দু'একদিন আগেই জল ভরা গগনতলে বসে লিখেছেন 'ওগো সাঁওতালি ছেলে।' আরও একটা গান মল্লারে, 'বাদল দিনে প্রথম কদমফুল।' নতুন গান পেয়ে খুশি শৈলজা। সে বার শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল পরিচালনার ভার যে ছিল তাঁরই হাতে! এর পরে নিত্য তিনি চিরকুট রেখে আসেন, কবি লিখে দেন নতুন নতুন বর্ষার গান। স্বরলিপি করে নেন শৈলজা। দু'জনের মধ্যে রাগারাগিও চলছে!

দশটি গান লেখার পরে কবি ছুটি চেয়ে বলছেন, "একের পরে শূন্য বসে গেল, এবার শেষ।" যুক্তি খুঁজে শৈলজা বলছেন, "শূন্যের কোনও মূল্যই নেই, একের পাশে অন্তত দুই বসিয়ে এক ডজন করে দিন!" ফের আসে চিরকুট। কোনও দিন লেখা 'কীর্তন', তো কোনও দিন 'বাউল', 'বাগেশ্রী', 'টপ্পা'-র অনুরোধ। জীবনের প্রান্তবেলায় কবি গাঁথলেন নানা রাগে বর্ষার গান। ইমন কল্যাণে 'এস গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি', মেঘমল্লারে 'শ্রাবণের গগনের গায়', কাফি ঠাটে 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে', হাম্বিরে 'স্বপ্নে আমার মনে হল', মুলতানে 'শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও চলে', ভৈরবীতে 'এসে ছিলে তবু আসো নাই', খাম্বাজে 'এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে', মল্লারে 'নিবিড় মেঘের ছায়ায়', বাউল সুরে 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', বাগেশ্রীতে 'সঘন গহন রাত্রি', পিলুতে 'ওগো তুমি পঞ্চদশী!' তুমুল বাদল দিনে কবি আলাহিয়া বিলাবলে, 'আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়।'

এক সময় কবি কেবলই থামতে বলছেন। বলছেন, "আমাকে অন্য কাজে মন দিতে হবে, এবারে তুমি থামো। তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার ওপর আশ্রমের অনেকেই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন! বর্ষামঙ্গলের দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে।" হাতজোড় করছেন শৈলজারঞ্জন! ফের পাতলেন রেকাব, "ষোলোকলায় পূর্ণ করে দিন, আর চাইব না!" এসো শ্যামল সুন্দর...। বৃষ্টি নেমেছে অঝোরধারা। উত্তরায়ণ থেকে বৃষ্টি ভেজা শালবনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসছে কবির ভৃত্য মহাদেব। নন্দলালের কলাভবন, কিঙ্করের সাঁওতাল রমণী ছুঁয়ে ছুঁয়ে সঙ্গীতভবন। ক্লাসে ঢুকে সে থামল। তার ভিজে তালপাতার ছাতি থেকে জল ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে! সে বলল, "বাবামশাই বলিয়েছে!" "গুরুদেব!" সেতার রেখে উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গীতভবনের নতুন মাস্টারমশাই সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী। মহাদেবের সঙ্গেই চললেন হনহনিয়ে কবির কাছে।

মনে পড়ছিল, দিন কয়েক আগেই কবি তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "এবারে বর্ষামঙ্গলে যন্ত্রে আমার গান না বাজিয়ে তোমার গৎ বাজাবে। তুমি বর্ষার কোনও রাগের গৎ তৈরি করো।" সেই মতো গৎ তৈরি করে কবিকে শুনিয়েও ছিলেন। শুনেই কবি রিহার্সালের পরে গৎ-টার বোল লিখে নিয়ে গেলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে তুলে নেওয়া একটা ব্রাউন খামে! কবির ঘরে ঢুকেও সেটাই ভাবছিলেন সুশীলকুমার। "বোসো। এই নাও তোমার গান!" রবীন্দ্রনাথের কথায়, তাঁর হাতে সেই ব্রাউন খামটা দেখে চমকে উঠলেন সুশীলকুমার। দেখলেন, তাঁর তৈরি সেতারের তান-তোড়-ঝালায় গাঁথা গৎ-এর বোলের নীচে নীচে লেখা বর্ষার নতুন একটা গান। দেশ মল্লারে 'এসো শ্যামল সুন্দর।'

পরের বারও বর্ষামঙ্গলের আগে ডাক পড়ল সুশীলকুমারের। কবি তাঁকে মল্লারে গৎ তৈরি করতে বললেন। তৈরি হল গৌড় মল্লার, মেঘ মল্লার, মিয়া কি মল্লারের নতুন নতুন গৎ। গৌড় মল্লারে, ত্রিতালে কবি গাঁথলেন 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো' গানটি। এর পরেই বিরতি! একদিন সেতারিকে ডেকে বললেন; "না হে! ধার করা সুরে গান নিয়ে নানা কথা রটছে!" সুশীলকুমার লিখছেন, "পাছে আমি মনে দুঃখ পাই সেজন্য আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'পরে সময়মতো তোমার অন্য গৎগুলির গান লিখে দেব!"

'পথের পাঁচালী' সিনেমার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির

শিবচন্দ্র দাস

গড়িয়া থেকে কিছুটা দূরে, লস্করপুর, পেয়ারা বাগানে, আমাদের টোটো চালকদাদা জোড়া শিব মন্দির দেখাতে গিয়ে খানিকটা অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিল।

সকালে গড়িয়ায় এক আত্মীয়র বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম গড়িয়া শ্মশান, বোড়াল ত্রিপুর সুন্দরী মন্দির, করগঙ্গা শিব মন্দির, মহামায়াতলায় মা মহামায়ার

মন্দির দেখতে। এগুলোই আমার উইশ লিস্টে ছিল। আমার মন্দির দেখার আগ্রহ দেখে আমাকে তার বেশ কয়েক বছর আগে দেখা জোড়া শিব মন্দির দেখে যাবার অনুরোধ করলো। আমার বলার কিছুই ছিল না। একে তো অনেক দিন আগে এসেছে, তারপর জায়গার ছায়াছবি পালটে গেছে। তাই চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল।

শেষে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করে পাওয়া গেল সেই নির্দিষ্ট মন্দির এটা গড়িয়ার পেয়ারাবাগান। আর মন্দিরের নাম শ্রীধাম লস্করপুর। সাল ১৯৭৩। এগুলো সবই লোহার দরজায় লেখা ছিল।

তবে মন্দির না বলে মন্দির কমপ্লেক্স বলাই ভালো। কিন্তু জোড়া শিব মন্দির আর নেই। পুরনো ছড়ানো ছিটানো মন্দিরগুলোতে বেশ কিছু দেবতা অবস্থান করছেন। মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ, মা মনসা, রামকৃষ্ণদেব। তবে নিত্যপুজো হয় কিনা বুঝতে পারলাম না। মন্দিরগুলো একতলা এবং খানিকটা জীর্ণ।

তবে যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তা হলো। একটা মাঝারি আকারের দুর্গাদালান। উঁচু অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভিতের ওপর দুর্গাদালান অবস্থিত। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি, মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে অর্ধচন্দ্রাকৃতি অলিন্দের বাঁদিকে, ডানদিকে পাঁচটি করে শিবলিঙ্গ। যেটা আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগলো। তারপর অলিন্দ পেরিয়ে গর্ভগৃহ। সেখানে বেদীর ওপর মা দুর্গা তার সন্তান সন্ততি নিয়ে বিরাজমানা। একদিকে দণ্ডায়মান মহাদেব। অনেকটা অন্নপূর্ণার পাশে দাঁড়ানো, দুই হাত বাড়িয়ে থাকা মহাদেব। অন্যদিকে নীচু বেদীতে মা ষষ্ঠী দেবী সন্তান কোলে। কাউকে দেখতে পেলাম না। ওই গরমের ভর দুপুরবেলায়। তাই মন্দির সম্বন্ধে কোনো তথ্য পেলাম না। মন্দিরের এক পাশে একটা কারখানার অস্তিত্ব টের পেলাম। আশেপাশে নিম্নবিত্ত মানুষের বসবাস। কাঁচা, পাকা, একতলা বাড়ীই বেশী। স্থানীয় মানুষদের জীবনযাত্রার মতই মন্দিরে কোনো জৌলুশ নেই। আড়ম্বর নেই। প্রাচুর্য নেই। যারা এই মন্দিরে আসেন তাদের ভক্তির অভাব নেই তা বেশ বোঝা গেল।

জনতার দরবারে অভিযোগ জানাতেই বাড়িতে বিধায়ক, হাতেনাতে ফল পেল পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ আগস্টঃ ঘাটালে 'জনতার দরবারে' অভিযোগ জানিয়ে দ্রুতই ফল পেলেন এক আদিবাসী পরিবার। ঘাটাল পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা রূপা মুর্মু দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও যাতায়াতের রাস্তার মতো মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পূর্বপুরুষের ভিটেতে বসবাস করলেও মেলে না কোনও সুযোগ-সুবিধা। শনিবার ঘাটাল পৌরসভার টাউন হলে আয়োজিত জনতার দরবারে হাজির হয়ে তিনি এলাকার বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের কাছে এই বঞ্চনার কথা জানান। অভিযোগ পেয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, পরের দিনই দলীয় কর্মীদের নিয়ে রূপার বাড়িতে উপস্থিত হন বিধায়ক। বিধায়ককে কাছে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া মেয়ের পড়াশোনায় প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে বিধায়ক সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন ম্যানেজারকে ফোন করে দ্রুত সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যারও দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। বহু বছর পর জনপ্রতিনিধিকে পাশে পেয়ে এবং একদিনের মধ্যে সুরাহার আশ্বাস মেলায় আলো ও উন্নয়নের নতুন স্বপ্ন দেখছে নিশ্চিন্তপুরের এই আদিবাসী পরিবারটি।

মর্মান্তিক ঘটনা! জলে ডুবে মৃত্যু ২ বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ২ আগস্টঃ বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে গেল এক শিশু। জলে ডুবে মৃত্যু হল মাত্র দুই বছরের এক শিশুর। রবিবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুণ্ডিবাড়ি এলাকার ঘটনা। গভীর শোকের ছায়া। মৃতের নাম শিশুর নাম রাজীব সরকার। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির বাবা বলাই সরকার পেশায় একজন রঙমিস্ত্রি। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের অজান্তে বাড়ির পাশের একটি পুকুরের ধারে চলে যায় রাজীব। সেই সময় অসাবধানতাবশত সে পুকুরের জলে পড়ে তলিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। কিছুক্ষণ পর শিশুটিকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুর থেকে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ফুটফুটে শিশুর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা সহ পরিবারের সকল সদস্য। খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। পুণ্ডিবাড়ি এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

তোলাবাজিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ২ আগস্টঃ তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারি ও টাকা ফেরতের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ চৌমাথা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত ১০ থেকে ১২ বছর ধরে এলাকার বহু মহিলার কাছ থেকে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে তুলে তা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টে হুমকি দেওয়া হতো। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের মূল দাবি, অভিযুক্ত চিন্ময় মণ্ডল ও পম্পা মণ্ডলকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের আত্মসাত করা সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে মহিলারা একজোট হয়ে চিন্ময় মণ্ডলের দোকান বন্ধ করে দিলেও, কোনও প্রশাসনিক সমাধান বা অভিযোগের নিস্পত্তি ছাড়াই কীভাবে দোকানটি ফের খুলে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কোন প্রভাবশালী নেতার মদতে দোকান ফের খোলা হল, প্রশাসনের কাছে তার স্পষ্ট জবাব দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

মন্ত্রীকে বাজারে পেয়েই অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রশ্ন, জবাব পেয়েই আশায় বুক বাঁধছেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২ আগস্টঃ বঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকার। তৃণমূল জমানার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জায়গায় এখন রাজ্যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। ইতিমধ্যেই যোগ্য প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাসিক তিন হাজার টাকা। অন্যদিকে সূত্রের খবর, যাঁদের নাম ইতিমধ্যেই 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র তালিকায় নথিভুক্ত হয়েছে, তাঁদের নথিপত্র আবারও যাচাই করা হচ্ছে। আয়ের

উৎস, কোনও নথিপত্রে ভুল রয়েছে কিনা, সেটিও যাচাই করা হচ্ছে। এবার মন্ত্রীকে হাতের কাছে পেয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রশ্ন একাধিক মহিলার। রবিবার মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র পূর্ব বর্ধমানের একটি সবজি বাজারে দরদাম খতিয়ে দেখতে যান সরেজমিনে। খতিয়ে দেখেন বাজারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাও। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে কোনো প্রকার অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগ আছে কি না, বাজারের ব্যবস্থাপনা যথোপযুক্ত কি না, নিরাপত্তা ঠিকঠাক আছে কি না তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেখানেই তাঁকে অন্নপূর্ণাযোজনা নিয়ে প্রশ্ন করেন স্থানীয়রা। মন্ত্রীকে নিজেদের মাঝে পেয়ে, কেউ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর টাকা কবে ঢুকবে। কেউ জানান নিজের পরিস্থিতির কথা। কেউ জানান, তিনি টাকা পাচ্ছেন না, সেই বিষয়টিও। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেন। জানান, ধীরে ধীরে সকলেই পাবেন এই প্রকল্পের টাকা। মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, ''দু'মাস সরকার এসেছে। অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সব এন্ট্রি এখনও হয়নি। ভেরিফিকেশন চলছে। একমাস-দু'মাস দেরি হতে পারে। কিন্তু যাঁরা পাবার সকলেই পেয়ে যাবেন।'' অন্যদিকে বাজার ঘুরে মন্ত্রী জানান, সেই অর্থে বড় কোনও অভিযোগ নেই, তবে বাজারের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এই বিষয়ে দেখে নিতে বলা হয়েছে বলে জানান। একই সঙ্গে বাজারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান।

'তৃণমূল আমলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কাজ হয়নি'

সেতুর অবস্থা দেখে শিউরে উঠছেন সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ আগস্টঃ প্রায় দেড় থেকে দু' দশক আগে বাঁকুড়া মানকানালি সড়কের উপর গন্ধেশ্বরী নদীতে তৈরি হয়েছিল পাকা সেতু। তারপর একদিকে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব আর অন্যদিকে একের পর এক বন্যায় বেহাল হয়েছে সেতুর স্বাস্থ্য। তৃণমূল আমলে বারেবারে ঘটা করে সেতু পরিদর্শন করেছেন নেতা, মন্ত্রী, আমলারা। মিলেছে প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এবার সংলগ্ন রাস্তার অংশ। প্রতিবারই বর্ষার পর কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে এতদিন চলছিল যাতায়াত। বাস থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি, স্কুল ভ্যান থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তৃণমূল আমলে একাধিকবার সেতুটির স্বাস্থ্য ঘটা করে দেখে গিয়েছেন বিভিন্ন স্তরের নেতা, আমলা এমনকি তকালীন মন্ত্রীরাও। প্রতিবারই নতুন করে সেতু তৈরির

বর্ষার শুরুতেই সেতুর মাঝে মাঝে নামতে শুরু করেছে ধস। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে মানকানালি, উখড়াডিহি-সহ অন্তত ৫০টি গ্রামের যাতায়াতের মূল সড়কের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে গন্ধেশ্বরী নদী। ওই নদী পারাপারের জন্য দেড় থেকে ২ দশক আগে তৈরি হয়েছিল পাকা সেতু। তারপর গন্ধেশ্বরী নদী দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। প্রতিবছর বন্যায় একটু একটু করে দুর্বল হয়েছে সেতুর বিভিন্ন অংশ। কখনও আবার বন্যার জলের তোড়ে ভেসে গেছে সেতু আশ্বাসও দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু নতুন সেতু তো দূর অস্ত, পুরানো বেহাল সেতু মেরামতের সামান্য উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। এবার বর্ষার মুখে সেই সেতুরই বিভিন্ন জায়গায় ধস নামতে শুরু করেছে। ফলে সেতুর মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে বড়বড় গর্ত। সেতুর বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিপজ্জনক এই সেতু দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে যে কোনওদিন ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার সেতুর হাল ফিরবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

টুলু মণ্ডলের আরও কীর্তি ফাঁস!

পাথর খাদানের পাশাপাশি এবার রাস্তার টেন্ডার নিয়েও দুর্নীতিতে জড়াল নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২ আগস্টঃ বীরভূমের পাথর দুর্নীতির পাশাপাশি এবার রাস্তার কাজের টেন্ডার দুর্নীতিতেও নাম জড়াল প্রভাবশালী টুলু মণ্ডলের। অভিযোগ, বীরভূমের গণ্ডি পেরিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরাতেও ছড়িয়ে পড়েছে এই দুর্নীতির জাল। সাড়ে নয় কোটি টাকার একটি রাস্তার টেন্ডার পাইয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে বড়সড় অনিয়ম এবং হুমকির বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার কশবা গোলা থেকে পানিপারুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য সাড়ে নয় কোটি টাকার একটি টেন্ডার ডাকা হয়। অভিযোগ, স্থানীয় ঠিকাদার শেখ মুক্তাজুলের যাবতীয় কাগজপত্র ও নথিপত্র বৈধ থাকা সত্ত্বেও তাকে টেন্ডার দেওয়া হয়নি। নিয়মকে বুড়ো

আঙুল দেখিয়ে সেই কাজ দেওয়া হয় বীরভূমের টুলু মণ্ডলকে। পরবর্তীকালে টুলু মণ্ডল সেই কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন বীরভূমেরই 'গনিস্টোন সাপ্লায়ার'-কে। হাইকোর্টের দ্বারস্থ ঠিকাদার ও হুমকির অভিযোগ প্রশাসনিক অনিয়মের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের আশায় এগরার স্থানীয় ঠিকাদার শেখ মুক্তাজুল কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। অভিযোগকারীর দাবি, মামলা দায়ের করার পর শেখ মুক্তাজুলকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে সুমিত নামে এক ব্যক্তি তাকে চরম ধমক ও হুমকি দিয়ে হাইকোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। ভুক্তভোগী ঠিকাদারের স্পষ্ট অভিযোগ, এই ধরনের জালিয়াতি ও প্রভাব খাটিয়ে টেন্ডার হাতিয়ে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই হল কালো টাকাকে আইনি বা সাদা টাকায় রূপান্তর করা। স্থানীয় যোগ্য ঠিকাদারদের বঞ্চিত করে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভিনজেলার সংস্থাকে কাজ দেওয়া এবং আইনি পদক্ষেপ নিলে হুমকির মুখে পড়তে হওয়া-এই পুরো ঘটনাটি সরকারি উন্নয়নকাজে গভীর দুর্নীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আলুর দাম তলানিতে, মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের

কালনা, ২ আগস্টঃ অনুকূল আবহাওয়ায় এ বার হয়েছে অতিরিক্ত ফলন, কিন্তু চাহিদাই তো নেই! কী করবেন বিপন্ন আলুচাষিরা? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এ বার আলু ওঠার সময়েই তেমন দাম মেলেনি বন্ডের (৫০ কেজির বস্তা)। দর ক্রমশ নিম্নমুখী হতে হতে শনিবার পৌঁছেছে ১২০ থেকে ১৩০ টাকার মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে মাথায় হাত চাষিদের। ক্ষতি তো হবেই, তার উপরে ঋণ শোধ হবে কী করে! শুক্রবার কালনার কাঁকুড়িয়ায় আব্বাস শেখ (৬০) নামে এক আলু চাষি ভাড়ার উপরে সরকার কিছুটা ভর্তুকি দিলে চাষিরা উপকৃত হবেন। গতবার এক বিঘা জমিতে আলু চাষে খরচ হয়েছে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। ক্ষেত্র বিশেষে বিঘা প্রতি আলু মিলেছে ১০০ থেকে ১২০ বস্তা পর্যন্ত। এ বার আলু ওঠার পরে হিমঘরে বন্ড ঢুকেছে ৩০০ টাকায়। এখন বন্ডের দাম ১২০ থেকে ১৩০ টাকার মধ্যে। চাষিরা দেখছেন অশনি সঙ্কেত! কালনার রানিবাঁধের আলু চাষি সুমন মণ্ডল বলছেন, ''২০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। দু'হাজার প্যাকেট আলু হিমঘরে মজুত রয়েছে। বন্ডের যা দাম

আত্মঘাতী হয়েছেন। আলু হিমঘরে এখনও আরও চার মাস রেখে দেওয়ার সময় মিললেও দাম বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন না চাষিরা। বরং তাঁদের আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত হিমঘর থেকে আলু বের করা আনার মতো অবস্থা থাকবে তো! সার, বস্তা-সহ সব বিষয়ে খরচ বাড়লেও আলুর দাম সেই অর্থে বাড়েনি। ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ে বিগত সরকার যে নীতি নিয়েছিল, তাতে আলুর বাজার নষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য আনন্দ সাঁতরার কথায়, ''আগের সরকার গত কয়েক বছর ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোয় নিয়ন্ত্রণ এনেছিল। অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগড়ের মতো রাজ্যে প্রচুর আলু যেত। এখান থেকে আলু না-পাঠানোয় ওই রাজ্যগুলির চাষিরা এখন আলু চাষে স্বাবলম্বী হয়েছেন। হিমঘর তৈরি হয়েছে। ওড়িশা এখন উত্তরপ্রদেশ থেকে আলু নেয়।'' আনন্দ মনে করেন, হিমঘরে রাখা আলুতে বস্তা পিছু দাঁড়িয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার কাছাকাছি। ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলাম, এখন তা শোধ করবে কী করে!'' আর এক আলু চাষি অজয় শীট বললেন, ''এ বার আলুর বস্তা রেকর্ড দরে কিনতে হয়েছে। গতবার যে বস্তা আট টাকা পিস কিনেছি, এ বার কিনতে হয়েছে ৫০ টাকা পর্যন্ত দরে।'' তার উপরে সারের দাম এখনই বস্তা পিছু আড়াই হাজার টাকা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আনুষঙ্গিক খরচ। এর পরে চাহিদা না-থাকলে আলু চাষিরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য উপদেষ্টা বিভাস দে বলছেন, ''এ বার দেশ জুড়েই আলুর ভালো ফলন হয়েছে। রাজ্য বাজেটে সরকার বস্তা পিছু ২০০ টাকা ভর্তুকির কথা বলেছে। চাষে বিদ্যুতের খরচেও ভর্তুকির কথা বলা হয়েছে। এ গুলো বাস্তবায়িত হলে কিছুটা সুরাহা হবে। না-হলে কী হবে, ভাবতেই পারছি না!''

মা-বাবার বকাবকি খেয়ে বর্ধমান থেকে পালিয়ে সটান রাজস্থানে, সেখান থেকেই ধরে নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২ আগস্টঃ পড়াশোনা নিয়ে বকাবকি। বাড়ি ছেড়ে রাজস্থানে গেলেন দুই স্কুলছাত্রী। এক মাস পর তাঁর উদ্ধার করল বর্ধমান জিআরপি। পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মায়ের বকাবকির জেরে বাড়ি ছেড়ে কাজের খোঁজে রাজস্থানে পাড়ি দিয়েছিল নবম শ্রেণির দুই স্কুলছাত্রী। প্রায় এক মাস পর সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের লোকেশন এবং প্রযুক্তিগত তদন্তের সাহায্যে রাজস্থানের ফুলবাগ এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করল বর্ধমান জিআরপি। ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ জুলাই বর্ধমানের একটি স্কুলের পাঁচ ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মেমারি থেকে ট্রেনে বর্ধমান গিয়েছিল। বর্ধমান স্টেশনে নেমে তিনজন স্কুলে গেলেও বাকি দুই ছাত্রী স্টেশনের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলের পোশাক বদলে সাধারণ পোশাক পরে। এরপর তারা ফের ট্রেনে মেমারিতে ফিরে একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মোবাইল ফোন কেনে। তারপর বিহার হয়ে রাজস্থানে চলে যায় বলে তদন্তে জানা গিয়েছে। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর ১৬ জুলাই বর্ধমান থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপর তদন্তে নামে বর্ধমান জিআরপি। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা, মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে ৩১ জুলাই রাজস্থানের ফুলবাগ এলাকা থেকে দুই কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। রবিবার তাদের বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান জিআরপি থানায় যান মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। তিনি বলেন, ''প্রাথমিক তদন্তে এটি প্রেম বা অপহরণের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না।'' তাঁর দাবি, পড়াশোনার চেয়ে দুই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটাত। সেই কারণে পরিবারের বকাবকিতে তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং বিহার হয়ে রাজস্থানে পৌঁছে যায়। মানব গুহ বলেন, ''জিআরপির তৎপরতায় দুই ছাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা বড় বিপদের মুখে পড়তে পারত। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব অনেক কিশোর-কিশোরীকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। এই বিষয়টি নিয়ে পরিবার ও সমাজ-উভয়কেই আরও সচেতন হতে হবে।''

ফরাক্কায় ৩০০ বোতল কফ সিরাপ ও দুটি মহিষ-সহ গ্রেপ্তার ৩

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ আগস্টঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ এবং দু'টি মহিষ উদ্ধার করল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে ফরাক্কার খোদাবন্দপুর এলাকার গঙ্গা বক্ষে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায় পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ শহিদুল ইসলাম (৩১), আহিদুল সেখ (৩১) এবং আবুল হোসেন (৪০)। ধৃত তিনজনেরই বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার পারবৈদ্যনাথপুর এলাকায়। ফরাক্কা থানার এক আধিকারিক জানান, শনিবার রাতে তাঁরা গোপন সূত্রে খবর পান একটি নৌকায় করে দু'টি মহিষ এবং বিপুল পরিমান কফ সিরাপ গঙ্গা পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা চলছিল। এই খবরের ভিত্তিতে ফরাক্কা থানার পুলিশ গঙ্গা বক্ষে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পাচারকারীদের হাতেনাতে আটক করা হয় এবং নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয় দু'টি মহিষ ও ৩০০ বোতল কফ সিরাপ। পরে সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের অনুমান, এর পিছনে একটি সক্রিয় আন্তঃসীমান্ত পাচারচক্র কাজ করছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। ধৃতদের রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বসিরহাট পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

বসিরহাট পৌরসভার পুকুর গুলি একবছরের জন্য লিসে দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বসিরহাট পৌরসভার ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হলো।
www.basirhatmunicipality.in
স্বা/- নির্বাহী আধিকারিক
বসিরহাট পৌরসভা

আমার মক্কেল (১) রাজদেও যাদব, পিতা-মৃত অমরনাথ যাদব (২) স্ত্রী মতী সুদামা দেবী যাদব উভয়ে বিগত ইংরাজি ২০১৩ সালে সোনারপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ১১৪৪৯ নং দলিল দ্বারা প্রভাতী ঘোষ দীগের ও জলি দাম দীগের আমন্ত্র ও সত্যেন্দ্রনাথ হালদার দীগের নিকট হইতে কোদালিয়া মৌজা এল.আর. ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ নং দাগের এল.আর. ৫৯৩, ৬৪৯, ও ১০২৮ নং খতিয়ানে ২ কাটা ৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমি খরিদ করিয়া নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি কোন ব্যক্তির কোনওরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে সোনারপুর বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য গৃহীত হইবে।
সৌভিক হালদার
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইলঃ ৯৮৩৬২৪৬৩৭৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-tender for following works :

(1) NIT No.: KMC/WS/W78-29/T-09/26-27

Name of the Work: **Maintenance of existing F.W. Supply by removing contamination and replacement of old G.I. Utility Service Pipe at 2/H/1 Nawab Ali Lane, 7B, 6/H/4, 5/2/H/29 B.K. Road, 57/2 D. H. Road, 39/H/1 Ekbalpore Lane and other areas in Ward No. 78**; Estimated Amount : **Rs. 2,93,418.00**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **12.08.2026** at **11 a.m./14.08.2026** at **11 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/WS/WEST/W83/T-02/2026-27

Name of the Work: **Maintenance of old and worn out G.I. Utility Pipes with ancillary works at 116A, 144, 146, 150A, 158, 159, 238, 350, Kalighat Road, 3, 4, Hume Road and other areas in Ward No. 83**; Estimated Amount : **Rs. 2,96,158.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **15 days**.

(3) NIT No.: KMC/WS/WEST/W83/T-01/2026-27

Name of the Work: **Diversion of 100 MM dia D.I. F.W. service main to avoid contamination from 29 to 31 Rash Behari Avenue in Ward No. 83**; Estimated Amount : **Rs. 2,38,440.00**; Earnest Money: **Rs. 4,800.00**; Period of Completion : **5 days**.

(4) NIT No.: KMC/WS/WEST/W83/T-03/2026-27

Name of the Work: **Maintenance of old and worn out G.I. Utility Pipes with ancillary works at 130, 150A, 316, Kalighat Road, 2, Hume Road, 11/1C N. B. Street and other areas in Ward No. 83**; Estimated Amount: **Rs. 2,96,240.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **17.08.2026** at **12 noon/19.08.2026** at **12 noon [For Sl. No. 2 to 4]**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

(5) NIT No.: KMC/WS/West/W90/T-01/2026-27

Name of the Work: **Maintenance of Filtered Water Service main near Premises No. 55K, 83K, 136, 56J, 1/3C, Southen Park, 18/4/B, 18/4/A, Fern Road & other allied works in Ward No. 90**; Estimated Amount: **Rs. 2,92,009.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(6) NIT No.: KMC/WS/West/W86/T-01/2026-27

Name of the Work: **Restoration of Filtered Water Supply near Premises No. 68/7, 50/1A, 595, Purna Das Road, 75, 49/1, Hindusthan Park, 3/2/A, 49/C, Gariahat Road etc. & other allied wroks in Ward No. 86**; Estimated Amount : **Rs. 2,90,820.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(7) NIT No.: KMC/WS/West/W85/T-02/2026-27

Name of the Work: **Restoration of F. W. Supply by repairing leakages, removing chokages from S/ Mainwith G.I. and others allied works at different spots aling Dover Terrace and others different places in Ward No. 85**; Estimated Amount : **Rs. 2,72,711.00**; Earnest Money: **Rs. 5,455.00**; Period of Completion: **20 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (online) : **18.08.2026** at **12.30 p.m./20.08.2026** at **1 p.m. [For Sl. No. 5 to 7]**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** and **http://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 5 to 7]**.

The Dy. CE (WS-II), KMC invites e-tender online percentage two-bid system for the following works :

(1) NIT No.: WS/BNSBPS/26-27/06

Name of the Work: **Electro-mechanical fault detection and restoration work of 20 HP Submersible Pump-Motors at Bansdroni and Prafulla Park BPS for 01 (one) year**; Estimated Amount : **Rs. 1,94,034.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 days**.

(2) NIT No.: WS/DSPBPS/26-27/06

Name of the Work: **Supply and delivery of gear box suitable for 900 mm diameter butterfly valve and repairing of 750 mm diameter BFV gear box at Daspara BPS**; Estimated Amount : **Rs. 1,76,386.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(3) NIT No.: WS/DSPBPS/26-27/04

Name of the Work: **Restoration by overhauling and servicing of 02 Nos. EOT cranes at Daspara BPS**; Estimated Amount : **Rs. 2,97,061.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(4) NIT No.: WS/CHETLABPS/26-27/07

Name of the Work: **Replacement of defective spares of centrifugal Pump No. 01 at Chetla BPS**; Estimated Amount : **Rs. 2,48,969.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **10 days**; Time and last date of receipt of tender (online) : **17.08.2026** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**; Time and date of opening of tender (online): **19.08.2026** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**; The bid forms and other details are available on and from **06.08.2026 - 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

(5) NIT No.: KMC/WS/MBPS/26-27/02/1st Call

Name of the Work: **Fabrication and installation of delivery line to common header from New Pump Unit No. 4 at Mukundapur BPS**; Estimated Amount : **Rs. 1,94,710.55**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **15 days**.

(6) NIT No.: KMC/WS/ABPS/26-27/05/1st Call

Name of the Work: **Installation of security surveillance system inside the campus of Anandapur BPS**; Estimated Amount : **Rs. 2,69,395.28**; Earnest Money: **Rs. 5,500.00**; Period of Completion : **15 days**.

(7) NIT No.: KMC/WS/ABPS/26-27/04/1st Call

Name of the Work: **Construction of base foundation for 2700 CU-M/HR Pump - 500 KW Motor Set at Mukundapur BPS**; Estimated Amount : **Rs. 1,94,483.60**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of submission of bid : **14.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 5 to 7]**; Tender will be opened on : **17.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 5 to 7]**; The bid forms and other details are available on and from **05.08.2026 - 2 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 6 to 8]**.

297/26-27

পাঠানো হবে জেলে, তোলাবাজি নিয়ে পদ্ম-বিধায়কদের কড়া হুঁশিয়ারির মুখে দলের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর ও বর্ধমান, ২ আগস্টঃ জঙ্গি আন্দোলন ও তোলাবাজি না-করার জন্য বিজেপি কর্মীদের সতর্ক করে দিলেন দুর্গাপুর পূর্ব আসনের পদ্ম-বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি দুর্গাপুরে একটি শ্রমিক সমাবেশে ভাষণে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, ''কারখানার গেটে জঙ্গি আন্দোলন ও তোলাবাজি করলে গুন্ডাদমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বিজেপি বিধায়ক মানব গুহও ফেসবুকে চার জনের ছবি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর নাম করে এরা তোলাবাজি করেছে। এদের ধরে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনিও ওই পোস্টে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে মাত্র তিন মাস হয়েছে। এর মধ্যেই নানা জায়গায় দলের একাংশের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ উঠেছে তোলাবাজির, কোথাও কারখানায় নিয়োগে জবরদস্তি করার। এমনকী এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা প্রত্যাহারের জন্য তার বাবাকে চাপ দেওয়ার এবং মারধর করার অভিযোগও উঠেছে বিজেপির এক নেতার বিরুদ্ধে। সেই সব

অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে বিজেপি বিধায়কদের হুঁশিয়ারি অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারিও দিন কয়েক আগেই দলের এক সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''১৫ বছরে তৃণমূল যা অন্যায়-অত্যাচার করেছে, আমাদের ছেলেরা মাত্র আড়াই মাসে তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে।'' দুর্গাপুরের সভায় চন্দ্রশেখর বলেছেন, ''পরিবর্তনের পরে দুর্গাপুরে শিল্পে জোয়ার আসছে। সরকারি অ্যালয় স্টিল প্লান্ট ও দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট একসঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। তার জন্য এক হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। একাধিক বেসরকারি কারখানাতেও বিনিয়োগ হচ্ছে। এই অবস্থায় কারখানার গেটে আগের মতো জঙ্গি আন্দোলন করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে।'' এই সঙ্গেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনের নামে জঙ্গি আন্দোলন ও তোলাবাজি করলে গুন্ডাদমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। সভায় দলীয় কর্মীদের সতর্ক করার পাশাপাশি শিল্পপতিদের উদ্দেশে চন্দ্রশেখর বলেছেন, ''কোনও সমস্যা হলে স্থানীয় বিধায়কদের বলবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করবেন না।'' অন্য দিকে, মেমারির বিজেপি বিধায়ক মানব গুহ ফেসবুকে চার জনের ছবি ও একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে তিনি অভিযোগ করছেন, এই চার জন তাঁর নাম করে দলুইবাজার হাই রোডের কয়লার ডিপো থেকে টাকা তুলেছে। তিনি লিখেছেন, 'সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে, ব্যক্তিগুলোকে চিনতে পারলে জানান। এই কালপ্রিটগুলো জেলে যাবে। যেই হোক না কেন, কেউ বাঁচাতে পারবে না।' বিধায়কের এই পোস্ট সামনেই আসতেই কমেন্ট বক্সে অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। এই পোস্ট সম্পর্কে মানব শনিবার বলেন, ''আমি যা ছিলাম, যা আছি, তাতেই সন্তুষ্ট। আমার নাম করে কেউ কোথাও পাঁচ টাকা তোলাবাজি করলেও আমি ছেড়ে দেবো না। মেমারিতে কোন অবৈধ, অনৈতিক কাজ হতে দেবো না।''

ফোবিয়া বা অযৌক্তিক ভয়

আয়নায় নিজের মুখ দেখেই ভয়! রং, ছিদ্র, পুতুল- জানুন বিশ্বের ৭ অদ্ভুত ফোবিয়ার কথা

ফোবিয়া বা অযৌক্তিক ভয় এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা কোনও নির্দিষ্ট বস্তু, পরিস্থিতি বা ঘটনার প্রতি মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি করে। সাধারণ ভয়ের সঙ্গে ফোবিয়ার পার্থক্য হল, এখানে ভয়ের মাত্রা বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় অনেক বেশি হয় এবং তা দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। উঁচু জায়গা, অন্ধকার, সাপ বা কুকুরকে ভয় পাওয়ার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু বিরল ফোবিয়াও রয়েছে, যেগুলোর কথা জানলে অনেকেই অবাক হয়ে যান। কেউ উজ্জ্বল রং দেখলেই আতঙ্কিত হন, কেউ আবার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতেই ভয় পান। এমনই সাতটি অদ্ভুত কিন্তু বাস্তব ফোবিয়ার কথা রইল।

১. ক্রোমোফোবিয়া ঃ রঙের প্রতিই অস্বাভাবিক ভয়- রং আমাদের জীবনে আনন্দ, সৌঃদর্য এবং বৈচিত্র্যের প্রতীক। কিন্তু ক্রোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে উজ্জ্বল রং আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে লাল, হলুদ, কমলা বা নীলের মতো গাঢ় রং দেখলেই তাঁদের অস্বস্তি, উদ্বেগ বা হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে। অনেকেই রঙিন পোশাক, সাজসজ্জা বা উজ্জ্বল রঙের খাবার পর্যন্ত এড়িয়ে চলেন। চরম ক্ষেত্রে এই ভয় প্যানিক অ্যাটাকেরও কারণ হতে পারে।

২. মেডোরথোফোবিয়া ঃ পুরুষ যৌনাঙ্গ উত্থান-সংক্রান্ত ভীতি- এটি একটি অত্যন্ত বিরল এবং সংবেদনশীল ধরনের ফোবিয়া। মেডোরথোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি পুরুষ যৌনাঙ্গের উত্থান বা তা দেখার সম্ভাবনা নিয়েই তীব্র উদ্বেগে ভোগেন। এই ভয়ের কারণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন এবং সামাজিক মেলামেশাতেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকেই লজ্জা বা অস্বস্তির কারণে বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করতেও দ্বিধা করেন।

৩. প্রোকটোফোবিয়া মলদ্বার-সংক্রান্ত চিকিৎসার ভয়- চিকিৎসকের কাছে যেতে অনীহা অনেকেরই থাকে। তবে প্রোকটোফোবিয়া হল মলদ্বার বা সেই সংক্রান্ত রোগ, পরীক্ষা কিংবা অস্ত্রোপচারের প্রতি তীব্র মানসিক ভয়। এই আতঙ্কের কারণে অনেকে গুরুতর শারীরিক সমস্যার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করাতে চান না। ফলে রোগ আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ফোবিয়া থাকলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

৪. ট্রাইপোফোবিয়া ঃ ছোট ছোট ছিদ্রের নকশা দেখলেই অস্বস্তি- মৌচাক, পদ্মের বীজ, স্পঞ্জ বা অনেকগুলো ছোট ছিদ্র একসঙ্গে থাকা কোনও নকশা দেখলে অনেকেরই গা শিরশির করে ওঠে। এই অবস্থাকেই ট্রাইপোফোবিয়া বলা হয়। যদিও এটি সব দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত মানসিক রোগ হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়, তবুও অনেক মানুষ এই ধরনের দৃশ্য দেখলে অস্বস্তি, বমি বমি ভাব, ত্বকে চুলকানি বা প্রবল উদ্বেগ অনুভব করেন। গবেষকদের মতে, কিছু মানুষের মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট ধরনের জ্যামিতিক প্যাটার্নকে অস্বস্তিকর হিসেবে গ্রহণ করে।

৫. আইসোপ্ট্রোফোবিয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখার ভয়- আয়নায় নিজেকে দেখা আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। কিন্তু আইসোপ্ট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে আয়না ভয়ের প্রতীক। তাঁরা নিজের প্রতিবিম্ব দেখতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেকের মনে হয়, আয়নার ভেতরে থাকা প্রতিচ্ছবির সঙ্গে কোনও অলৌকিক বা অশুভ শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তাঁরা আয়না এড়িয়ে চলেন, এমনকি অনেক সময় বাড়ির আয়নাও ঢেকে রাখেন।

৬. ইউরোটোফোবিয়া নারী যৌনাঙ্গ-সংক্রান্ত তীব্র ভীতি- ইউরোটোফোবিয়া একটি বিরল মানসিক সমস্যা, যেখানে নারী যৌনাঙ্গ বা সেই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অস্বাভাবিক ভয় কাজ করে। এই ফোবিয়ার প্রভাব ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিবাহিত জীবন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এড়িয়ে চলেন এবং বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেও অস্বস্তি বোধ করেন। যথাযথ কাউন্সেলিং ও থেরাপির মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

৭. অটোমেটোনোফোবিয়া পুতুল, ম্যানেকুইন বা মোমের মূর্তি দেখার আতঙ্ক-শপিং মলের ম্যানেকুইন, জাদুঘরের মোমের মূর্তি কিংবা মানুষের মতো দেখতে রোবট- এসব অনেকের কাছেই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু অটোমেটোনোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে এগুলো তীব্র ভয়ের কারণ। তাঁদের মনে হতে পারে, নির্জীব বস্তুগুলো হঠাৎ নড়াচড়া শুরু করবে বা জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই কারণে তাঁরা এমন জায়গা এড়িয়ে চলেন যেখানে মানুষের আকৃতির কৃত্রিম মূর্তি রয়েছে। ফোবিয়া কেন হয়? মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ফোবিয়ার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। শৈশবের কোনও ভীতিকর অভিজ্ঞতা, মানসিক আঘাত, পারিবারিক ইতিহাস, অতিরিক্ত উদ্বেগ বা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া- সবই এর জন্য দায়ী হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে দীর্ঘস্থায়ী ফোবিয়ায় রূপ নেয়।

চিকিৎসা সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের মতে, ফোবিয়া কোনও দুর্বলতা নয়, বরং এটি একটি স্বীকৃত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। সময়মতো চিকিৎসা ও মনোবিদের পরামর্শ নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উন্নতি সম্ভব। কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, এক্সপোজার থেরাপি, রিল্যাক্সেশন টেকনিক এবং প্রয়োজনে ওষুধের মাধ্যমে ফোবিয়ার লক্ষণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।অযৌক্তিক ভযকে অবহেলা না করে তার কারণ বোঝা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক চিকিসা ও মানসিক সহায়তা পেলে ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরাও স্বাভাবিক ও আত্মবিশ্বাসী জীবন যাপন করতে পারেন।

নতুন সরকারকে আক্রমণ কুণাল ঘোষের

১-র পাতার পর- এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নাম পরিবর্তনের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে কুণালবাবু বলেন, ''বিজেপি এর আগে কেন্দ্রে আসার পর রাস্তার নাম, স্টেশনের নাম এবং বিভিন্ন সরকারি কাজের নাম পরিবর্তন করেছে। এখন রাজ্যেও সেটাই হচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কিমগুলি অত্যন্ত ভাল ছিল এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছেন। নতুন সরকারের নতুন কিছু করার নেই, তাই তাঁরা শুধু নাম বদলাচ্ছেন। কারণ আসল কাজটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই করে দিয়ে গেছেন।''

বেআইনি বহুতলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

দুর্গাপুর, ২ আগস্ট (হি. স.)ঃ শহরজুড়ে বেআইনি ও নিয়মবহির্ভূত নির্মাণের অভিযোগের জেরে কড়া অবস্থান নিল দুর্গাপুর নগর নিগম। অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান না মেনেই বহুতল নির্মাণের অভিযোগের তদন্তে অনিযমের প্রমাণ মিলতেই সংশ্লিষ্ট আবাসনের মালিককে ১৫ দিনের মধ্যে বেআইনি অংশ নিজ দায়িত্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর না হলে নগর নিগম নিজেই আইন মেনে ওই অংশ ভেঙে দেবে এবং সেই খরচও সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছ থেকেই আদায় করা হবে বলে জানানো হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার, বেনাচিতি, বিধাননগর, মামরা বাজার ও বামুনাড়া-সহ একাধিক এলাকায় নতুন নির্মিত আবাসনে নিয়মবহির্ভূত নির্মাণের অভিযোগ জমা পড়ছিল নগর নিগমে। অভিযোগ ছিল, অনেক ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট জায়গা দখল করে বাণিজ্যিক দোকান তৈরি করা হয়েছে, আবার কোথাও দুই ভবনের মধ্যবর্তী বাধ্যতামূলক ফাঁকা জায়গা না রেখেই নির্মাণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে দুর্গাপুর নগর নিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেনাচিতির এমকে ব্লক এলাকায় একটি বাড়িতে অনুমোদিত নকশার বাইরে নির্মাণের অভিযোগ ওঠে।

হাওড়ার এঁদো গলিতে জইশ জঙ্গির গোপন ডেরার খোঁজ

১-র পাতার পর- শিল্প, কিন্তু গোয়েন্দাদের অনুমান- এই তথাকথিত অফিস থেকেই চলত গোপন জঙ্গি নেটওয়ার্ক পরিচালনা। সম্প্রতি বর্ধমান থেকে গ্রেফতার হওয়া হামিম মণ্ডলের সঙ্গে কাশ্মীরের একাধিক উপত্যকাভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তার কাছ থেকে মেলা তথ্যকে 'অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিস্ফোরক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তাবলয়, তাঁর জেলা সফরের রুট এবং গতিবিধির ওপর ট্র্যাকিং চালানো হচ্ছিল কি না, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ডেরা কি স্রেফ আত্মগোপনের স্থান ছিল, নাকি এখান থেকেই বড়সড় কোনও নাশকতার নীলকশা তৈরি হচ্ছিল, সেই সংযোগ অনুসন্ধান করছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পিলখানার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই ঘরে হামিমের পাশাপাশি তার 'বাবা' পরিচয়ে মনিরউদ্দিন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি থাকতেন। তবে গত দু'মাস ধরে হামিমকে এলাকায় দেখা যায়নি। আর বর্ধমান থেকে হামিমের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাতারাতি চম্পট দিয়েছে তার 'বাবা'। আশপাশের ব্যবসায়ীদের দাবি, যাতায়াতের পথে দু-একটি সাধারণ কথা ছাড়া ওই ব্যক্তি কারও সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। গত ১০-১২ দিন ধরে তাঁকেও আর দেখা যায়নি। বর্তমানে আলম মিস্ত্রি লেনের সেই তালাবন্ধ ঘর ও কম্পিউটার সিল করে তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা।

দীপকের বাবার বিরুদ্ধে

১-র পাতার পর- তহবিল দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। তিওয়ারির মতে, সিজেপি কোনও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয়। তা সত্ত্বেও তারা একটি রাজনৈতিক দলের নামে নিজেদের কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং অর্থ লেনদেন করছে। তাই তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ২৯এ ধারা মেনে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়াও, কপিল সিব্বলের অনুদান দেওয়া এই ১ কোটি টাকার ওপর ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর ও শুল্ক পর্ষদকে (সিবিআইসি) চিঠি পাঠিয়েছেন। নিবন্ধিত না হয়ে রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে তহবিল সংগ্রহ কিংবা অনুদান গ্রহণ আইনসম্মত কি না, সে বিষয়ে তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, নিট দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের সময় দিল্লি পুলিশের হাতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী গ্রেফতার হন। তাঁদের আইনি লড়াইয়ে সাহায্য করতেই চলতি সপ্তাহের শুরুতেই সিজেপি-র গঠিত 'লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড'-এ ১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কপিল সিব্বল।

NAME CHANGE

I, Sherifa Bibi (old name) W/o-Badarazzamal residing at Kandi Baganpara, Kandi, Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHERIFA BIBI to SERIFA ALAM and henceforth I shall be known as SERIFA ALAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Kandi, Murshidabad dated 01/08/2026. SHERIFA BIBI (old name) and SERIFA ALAM (new name) both are same and one identical person.

'স্বাধীনতা মানে যা খুশি করার অধিকার নয়' বার্তা অজিত দোভালের

পুণে, ২ আগস্ট ঃ দেশের স্বাধীনতা, জাতীয় স্বার্থ এবং তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। শনিবার পুণেতে লোকমান্য তিলক পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানেই যা খুশি করার অধিকার নয়। স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ববোধও সমানভাবে জড়িত। একইসঙ্গে তিনি দেশের যুবসমাজকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডোভালের দীর্ঘ কর্মজীবন এবং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাঁর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে কাজ করে চলেছেন অজিত ডোভাল। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি তাঁকেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেছিলেন। তারপর থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, কূটনৈতিক কৌশল এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও সাধারণত জনসমক্ষে খুব কমই বক্তব্য রাখেন, এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। লোকমান্য তিলকের স্মৃতির উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোভাল বলেন, বর্তমান প্রজন্মের উচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদের মূল দর্শন নতুন করে অনুধাবন করা। তাঁর কথায়, প্রত্যেক ভারতীয়ের, বিশেষ করে তরুণদের উচিত লোকমান্য তিলকের বাণী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। ভারতের জন্য তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং জাতি গঠনের যে আদর্শ তিনি ধারণ করতেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। তরুণদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, দেশের স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ছোটখাটো ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধার কথা না ভেবে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে এলেও তা এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করা জরুরি। দোভালের বক্তব্যের অন্যতম আলোচিত অংশ ছিল স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেন, স্বাধীনতা কোনও সীমাহীন অধিকার নয় বরং এর সঙ্গে নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও সমানভাবে যুক্ত।

তনুশ্রী দত্তের মন্তব্যে বিতর্ক

মুম্বই, ২ আগস্ট ঃ নিট পরীক্ষাকে কেঃদ্র করে ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং 'জেন জি'-এর প্রতিবাদ নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা এখনও অব্যাহত। এই ইস্যুতে একের পর এক রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ হল অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের নাম।

NAME CHANGE

I, Ullam Sk (Old Name) S/O–Atahar Sk resident of Vill - Raitanbag, Po-Dahapara, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742104 do hereby declared that I have changed my name from Ullam Sk to Ulam Sk and henceforth I shall be known as Ulam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Ulam Sk & Ullam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manarul Mondal (Old Name) S/O–Chhiyatulla Mandal resident of Vill & Po-Sahajadpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Manarul Mondal to Minarul Mandal and henceforth I shall be known as Minarul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 31/07/2026. My name Minarul Mandal & Manarul Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Aktarul Rahaman , S/O-Late Riyajul Islam resident of Vill – Begunbari Mathpara , Po-Begunbari , Ps- Begunbari , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Reajul Islam (old name) to Riyajul Islam (new name) and henceforth my father's name shall be known as (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My father's name Riyajul Islam (new name) & (old name) Md Reajul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Kamar (Old Name) S/O–Md Sultan resident of Vill –Suri Tika Para , Po & Ps-Suri, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731101 do hereby declared that I have changed my name from Md Kamar to Mohammad Kamar and henceforth I shall be known as Mohammad Kamar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Mohammad Kamar & Md Kamar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salma Begum (Old Name) W/O– Abdus Sattar resident of Vill - Khularpukur , Po & Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Salma Begum to Sompa Singha and henceforth I shall be known as Sompa Singha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/07/2026 . My name Sompa Singha & Salma Begum both are same and one identical person.

'নেশামুক্ত ভারত' গড়ার ডাক

১-র পাতার পর- কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ দিলেও, পরিবারকে দুঃখ-কষ্ট দেয়।'' দেশজুড়ে ২৮ হাজারেরও বেশি জায়গায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১ কোটিরও বেশি যুবক-যুবতীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। যুবদের সঠিক পথ দেখাবেন পূজ্য আম্মা, গুরু শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর, পূজ্য দাজি, ডঃ চিন্ময় পান্ডা ও স্বামী ব্রহ্মবিহারীজি। এছাড়াও একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালরাও এই নেশা মুক্তি অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন। ১২৫টিরও বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় এই অনুষ্ঠানে। এছাড়াও ব্রহ্ম কুমারী, ইসকন, চিন্ময় মিশন ও ওরোভিল থেকেও প্রতিনিধিরা ছিলেন। তাদের সামনেই দেশের লাখ লাখ যুবক-যুবতী নেশা মুক্ত ভারত গড়ার শপথ নেয়।

বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণ উপেক্ষা না করার পরামর্শ দেন

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ পিঠের ব্যথা মহিলাদের অন্যতম সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা, যার মূল কারণ সাধারণত ভুল ভঙ্গিতে বসা, পেশির টান, একটানা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা বা মেরুদণ্ডজনিত সমস্যা। তবে, কেবল পিঠের ব্যথা একাকী স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক উপসর্গ হওয়া বিরল হলেও, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে দীর্ঘস্থায়ী বা কারণবিহীন ব্যথা, বিশেষ করে যদি তার সাথে স্তন সংক্রান্ত অন্যান্য উপসর্গ থাকে, তবে তা কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়।কলকাতা-এর আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতালের ব্রেস্ট সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ তপতী সেন জানিয়েছেন যে, যদিও অধিকাংশ পিঠের ব্যথাই ক্যানসারের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবুও বিশ্রাম এবং ওষুধ নেওয়ার পরও যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয় অথবা তার সাথে স্তনের অন্যান্য পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন স্তনে কোনো পিণ্ড, নিপল থেকে নিঃসরণ, ত্বকে খাঁজ পড়া বা বগলে ফোলা ভাব তবে মহিলাদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত। স্তন ক্যানসারের উন্নত পর্যায় এই রোগ মেরুদণ্ড বা শরীরের অন্যান্য হাড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার ফলে এমন দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা দেখা দেয় যা সাধারণ চিকিৎসায় কমে না। অধিকাংশ পিঠের ব্যথাই সাধারণ কারণে ঘটে, তবে দীর্ঘস্থায়ী এবং কারণহীন ব্যথাকে অবহেলা না করে সবসময় পরীক্ষা করানো উচিত।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২ আগস্ট (হি.স.)ঃ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলায় দশমীঘাট সংলগ্ন শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার বহু মানুষ অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং বিশেষজ্ঞ চিকিসকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের কর্মকর্তারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

NAME CHANGE

I, Abdur Rahim , S/O-Late Arob Ali resident of Natungram, Nutangram, Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my father's name from Arob Sk (old name) to Arob Ali (new name) and henceforth my father's name shall be known as (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My father's name Arob Ali (new name) & Arob Sk (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jogadish Biswas (Old Name) S/O– Late Natabar Biswas resident of Gede, Gede, Krishnaganj, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741503 do hereby declared that I have changed my name from Jogadish Biswas to Jagadis Biswas and henceforth I shall be known as Jagadis Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Jagadis Biswas & Jogadish Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mir Lal Mohammad (Old Name) S/O–Ali Mahammad resident of Bamunpukur Bazarpara Purba, Nabadwip, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741313 do hereby declared that I have changed my name from Mir Lal Mohammad to Mir Lal Mahammad and henceforth I shall be known as Mir Lal Mahammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Mir Lal Mahammad & Mir Lal Mohammad both are same and one identical person

NAME CHANGE

II, Dharmendara Mal (Old Name) S/O– Ramdas Mal resident of Mansabpur, Purandarpur, Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Dharmendara Mal to Dharmendra Mal and henceforth I shall be known as Dharmendra Mal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026. My name Dharmendra Mal & Dharmendara Mal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sajda Khatoon (Old Name) W/O–Md Sultan resident of Vill – Suri Tika Para , Po & Ps-Suri, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731101 do hereby declared that I have changed my name from Sajda Khatoon to Sarda Bibi and henceforth I shall be known as Sarda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Sarda Bibi & Sajda Khatoon both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Susmita Debnath Adhikari (Old Name) W/O–Atish Debnath resident of 127 Pilkhana Road, Po & Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Susmita Debnath Adhikari to Susmita Adhikari Debnath and henceforth I shall be known as Susmita Adhikari Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/08/2026 . My name Susmita Adhikari Debnath & Susmita Debnath Adhikari both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bhagirathi Biswas (Old Name) W/O–Bidhan Chandra Biswas resident of Vill-Thinagar , Po-Pakuahat , Ps-Bamongola , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Bhagirathi Biswas to Bhagirathi Barai Biswas and henceforth I shall be known as Bhagirathi Barai Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/08/2026. My name Bhagirathi Barai Biswas & Bhagirathi Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Somaia Mondal (Old Name) D/O–Abdus Salam Mondal resident of Vill-Bara Naldaha , Po-Chhoto Naldaha , Ps-Palashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Somaia Mondal to Somaiya Mondal and henceforth I shall be known as Somaiya Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/08/2026. My name Somaiya Mondal & Somaia Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Hayatulla Sk (Old Name) S/O–Daud Sk resident of Vill & Po-Sundipur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Md Hayatulla Sk to Hayatulla Sk and henceforth I shall be known as Hayatulla Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/07/2026 . My name Hayatulla Sk & Md Hayatulla Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anowar Hossain & Anowar Hossain Middhya (Old Name) S/O– Abdul Latif Middya resident of M.E.H NO 12, Kanishka road,South , Po-A Zone Durgapur ,Ps-Arobindo, Dist-West Bardhaman , West Bengal, Pin-713204 do hereby declared that I have changed my name from Anowar Hossain & Anowar Hossain Middhya to Anowar Hossain Middya and henceforth I shall be known as Anowar Hossain Middya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/08/2026 . My name Anowar Hossain Middya & Anowar Hossain & Anowar Hossain Middhya both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Doulata Begum (Old Name) W/O–Anowar Hossain Middya resident of M.E.H NO 12, Kanishka road,South, Po-A Zone Durgapur ,Ps-Arobindo, Dist-West Bardhaman , West Bengal, Pin-713204 do hereby declared that I have changed my name from Doulata Begum to Doulatanasha Begum and henceforth I shall be known as Doulatanasha Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/08/2026 . My name Doulatanasha Begum & Doulata Begum both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Aswini Kumar Bar (Old Name) S/O–Jharu Bar resident of Krishnanagar , Sagar Krishna Nagar , Sagar , Dist-South 24 Parganas , West Bengal, Pin-743373 do hereby declared that I have changed my name from Aswini Kumar Bar to Ashwini Bar and henceforth I shall be known as Ashwini Bar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/08/2026. My name Ashwini Bar & Aswini Kumar Bar both are same and one identical person

প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে সাড়ে ৭ কোটি খরচ

১-র পাতার পর- প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য বিশেষ ছাপাখানা এবং বিভিন্ন দফতরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কাজের জন্যও আলাদা টেন্ডার ডেকেছে এনটিএ। আগামী ১৭ ও ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়া যাবে। উল্লেখ্য, নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপরই সংসদে পাশ হয় অ্যান্টি-পেপার লিক আইন। সেই ঘটনার পর কোটি কোটি পরীক্ষার্থীর আস্থা ফেরাতে এবং ভবিষ্যতে কোনও ধরনের অনিয়ম রুখতেই পরীক্ষা পরিচালনার প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার পথে হাঁটল এনটিএ।

বুদ্ধদেবের মন্তব্যকে সমর্থন তসলিমার!

১-র পাতার পর- না করলে সংস্কার হবে না। আমি সমালোচনা করি বলে আমাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।'' যদিও এদিন তসলিমা স্পষ্ট করে দেন, তাঁর কোনও মন্তব্যের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী। তাঁর কথায়, ''আমি অনেক রাজ্যেই যাই। এই যেমন কেরলায় যাই, আমি কি সেই রাজ্যের রাজনীতির অংশ হয়ে যাই? কখনোই নয়। আমি আমার মতোই থাকি। কোনও সরকার আমাকে নিরাপত্তা দেয় কারণ নিরাপত্তা দেওয়া তাদের দায়িত্ব। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

NAME CHANGE

I, PROVAT SARKAR, F/O PIYAS SARKAR, RESIDING AT VILL GANGAPUR, PASCHIMPATRA, DUTTAPUKUR, BARASAT -1, NORTH 24 PGS DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM PROVAT SARKAR TO PROVAT KUMAR SARKAR AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS PROVAT KUMAR SARKAR IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 17248 SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SEALDAH ON 31.7.2026. PROVAT SARKAR AND PROVAT KUMAR SARKAR BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sherifa Bibi (old name) W/o-Badarazzamal residing at Kandi Baganpara, Kandi, Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHERIFA BIBI to SERIFA ALAM and henceforth I shall be known as SERIFA ALAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Kandi, Murshidabad dated 01/08/2026. SHERIFA BIBI (old name) and SERIFA ALAM (new name) both are same and one identical person.

মসজিদ মাদ্রাসা মাজার খানকাহ সম্পত্তির সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২ আগস্ট ঃ মসজিদ মাদ্রাসা মাজার খানকাহ এসব সম্পত্তি কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তি হলে তার তথ্য উমিদ পোর্টালে আপলোড হলো কি না,

তথ্য আপলোড করা হলেও তার ভেরিফাই হলো কি না, সে বিষয়ে সচেতন করা সহ একাধিক বিষয় নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বোলপুরের মুলুক গ্রামের গয়েসপুর মসজিদে। অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বীরভূম জেলার বোলপুর সংগঠনের পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান,খানকা, মাজার শরীফ, মক্তবের কমিটির সদস্য, সম্পাদক সভাপতি, ইমাম মোয়াজ্জিন সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, ইমাম মোয়াজ্জিন, ওলামায়ে কেরামদের নিয়ে রবিবার আলোচনা সভায় মসজিদ, মাদ্রাসা কিভাবে ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে? সঠিক পদ্ধতি কি? মসজিদ , মাদ্রাসার কাগজ পত্র, মিটিং রেজুলেশন কি কি নথি সংগ্রহ রাখা দরকার! কোন ব্যক্তিদের কবরস্থ করার সার্টিফিকেট প্রদান ও রেজিস্ট্রার বুক সহ ইমাম সাহেবদের সাম্মানিক, বেতন বৃদ্ধির জন্য মসজিদ কমিটির নিকট আবেদন এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওঃ নিজামুদ্দীন বিশ্বাস রাজ্য সম্পাদক অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, মাওঃ সামিম আক্তার সাহেব, উক্ত সংগঠনের জেলা সম্পাদক, জনাব নজরুল আলম খান, জেলা চেয়ারম্যান, সমাজসেবী মহম্মদ সাদ আক্কাশ এবং আইনজীবি মহম্মদ সাজিমউদ্দীন, আইনী পরিষেবা দফতরের মহিউদ্দীন আহমেদ সহ আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। এদিন বোলপুর মহকুমা এলাকার মসজিদ মাদ্রাসার সম্পাদক সভাপতি সহ ইমাম মোয়াজ্জিন রা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, এটা কোনো রাজনৈতিক সভা নয়, সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, এটা মসজিদ মাদ্রাসা সহ সমস্ত ধর্মীয় সম্পত্তি যাতে আইন মাফিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা যায় সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাড়ে ১২ ঘণ্টার লড়াই শেষ মৃত্যুতেই, চার মাসের অন্ত ঃসত্ত্বার মৃত্যুতে প্রশ্ন

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ প্রথম সন্তানকে ঘিরে ছিল দুই পরিবারের স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্নই অপূর্ণ থেকে

গেল। চার মাসের অন্ত ঃসত্ত্বা সঞ্চিতা জানা দাসের (২৮) মৃত্যু হল ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তীব্র পেটব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সাড়ে ১২ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে, শনিবার সকাল ১১টা ১০ মিনিটে মৃত্যু হয় ঝাড়গ্রামের জামবনি থানার গিধনি অঞ্চলের ডুমুরিয়ার ওই গৃহবধূর। ঘটনাকে ঘিরে চিকিৎসা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্চিতার বাপের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। বিয়ের পর তিনি ডুমুরিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। স্বামী প্রদীপ্ত দাস দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। বিয়ের সাড়ে চার বছর পর এটাই ছিল তাঁদের প্রথম সন্তান। প্রদীপ্তর দাবি, চিকিৎসকেরা তাঁদের জানিয়েছেন, খাদ্যনালীতে সংক্রমণ ও ফুটো (লিকেজ) হওয়ায় খাবার ও তরল পদার্থ পেটের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার জেরেই দ্রুত অবস্থার অবনতি হয়। তবে কী কারণে ওই সমস্যা তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।শনিবার মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী সেদিন আর ময়নাতদন্ত করা সম্ভব হয়নি। রবিবার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে সুরতহালের পর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য তথা বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক প্রণত টুডুর দাবি, গত আড়াই মাসে তাঁর বিধানসভা এলাকায় তিন অন্ত ঃসত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে। এর আগে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে এক জন এবং ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে আরও এক জন অন্ত ঃসত্ত্বার মৃত্যু হয়। সঞ্চিতার মৃত্যু সেই তালিকায় সাম্প্রতিকতম ঘটনা। প্রণত বলেন, বারবার কেন এমন ঘটনা ঘটছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বলেছি। একই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছি। ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সবজি বাজারে প্রশাসন-পুলিশের বিশেষ অভিযান, খতিয়ে দেখা হল সবজির দাম ও মূল্য

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং সাধারণ ক্রেতাদের ন্যায্যমূল্যে সবজি পাওয়া নিশ্চিত করতে পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পারুলিয়া সবজি বাজারে বিশেষ অভিযান চালাল প্রশাসন ও পুলিশ। রবিবার সকালে এই অভিযানে বাজারের বিভিন্ন সবজি বিক্রেতার স্টল পরিদর্শন করা হয়। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা প্রতিটি দোকানে সবজির মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা হয়েছে কি না, নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে কি না এবং পাইকারি ও খুচরা মূল্যের মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যবধান রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি বিক্রেতাদের কাছ থেকে সবজি কেনার মূল্য সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাতে অতিরিক্ত মুনাফার অভিযোগ থাকলে তা যাচাই করা যায়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। বিক্রেতাদেরও সঠিক মূল্য তালিকা টাঙিয়ে রাখার পাশাপাশি নির্ধারিত নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার তাঁদের উপস্থিতিতে বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের নজরদারি ও অভিযান নিয়মিত চালানো হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। এই বিশেষ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাজী-সহ প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বাজারে আসা বহু ক্রেতা। তাঁদের আশা, এ ধরনের নিয়মিত অভিযান চললে অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সাধারণ মানুষ ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজি কিনতে পারবেন।

আরআরবি পরীক্ষার জন্য বিশেষ ট্রেন পরিষবা

কলকাতা, ২ আগস্ট ঃ আরআরবি পরীক্ষার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। সামাল দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ‘ ট্রেন’ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮৬০১০৮৬০২ রাঁচি-সাবাউর-রাঁচি পরীক্ষা-বিশেষ ট্রেন ০৮৬০১ রাঁচি-সাবাউর স্পেশাল ট্রেনটি রাঁচি থেকে ০৩.০৮.২০২৬ থেকে ০৬.০৮.২০২৬, ০৯.০৮.২০২৬ থেকে ১৪.০৮.২০২৬ এবং ১৭.০৮.২০২৬ থেকে ২১.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৯.০০টায় ছাড়বে এবং পরদিন সকাল ০৮.০০টায় সাবাউর পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৬০২ সাবাউর-রাঁচি স্পেশাল ট্রেনটি সাবাউর থেকে ০৪.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৬, ১০.০৮.২০২৬ থেকে ১৫.০৮.২০২৬ এবং ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ২২.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৯.৫০-এ ছাড়বে এবং ওই দিনই ২২.৪৫-এ রাঁচি পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে বারকাকানা, হাজারিবাগ টাউন, কোডারমা, তিলৈয়া, নওয়াদা, ওয়ারিসলিগঞ্জ, শেখপুরা, লখীসরাই, কিউল, অভয়পুর, জামালপুর, সুলতানগঞ্জ এবং ভাগলপুর স্টেশনে থামবে। ০৮১৮৩০৮১৮৪ রাউরকেলা-রামগ। ক্যান্টনমেন্ট -রাউরকেলা পরীক্ষা-বিশেষ ট্রেন ০৮১৮৩ রাউরকেলা-রামগ। ক্যান্টনমেন্ট স্পেশাল ট্রেনটি রাউরকেলা থেকে ১৭.০৮.২০২৬ থেকে ২১.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ২০.৩০-এ ছাঙবে এবং পরদিন রাত ০২.১৫-য় রামগ। ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮১৮৪ রামগ। ক্যান্টনমেন্ট -রাউরকেলা স্পেশাল ট্রেনটি ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ২২.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত রামগ। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভোর ০৫.১৫-এ ছাঙবে এবং একই দিন সকাল ১১৩ৃ০-এ রাউরকেলায় পৌঁছাবে।

কল্যাণগড় সুহৃদ সংঘের ৭৭ তম বর্ষের দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার এস ডি পি ও সুবীর ভাগ ও অশোকনগর থানার আধিকারিক সুময় ঘোষ। এদের এবারের থিম মনের দর্পন। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

বিধানসভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত

সুবল সাহা কলকাতা, ০২ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রবিবার মহান বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও শিল্পোদ্যোক্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমেন্দ্রনাথ দাস এবং যুগ্ম সচিব অশোক মণ্ডল বিধানসভা প্রাঙ্গণে স্থাপিত আচার্য রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে । উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সময়ে সময়ে দেশের ও রাজ্যের বিশিষ্ট মনীষীদের জন্মবার্ষিকী ও প্রয়াণদিবস উপলক্ষে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ঐতিহ্য পালন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকীতেও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

খুমুলুঙ হাসপাতালের সামনে থেকে চুরি হওয়া অটো উদ্ধার বিশ্রামগঞ্জে

বিশ্রামগঞ্জ (ত্রিপুরা), ২ আগস্ট (হি.স.)ঃ খুমুলুঙ খেরেংবার হাসপাতালের সামনে থেকে চুরি হওয়া একটি অটোর মাত্র একদিনের মধ্যেই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশের একটি রাবার বাগান থেকে অটোটি উদ্ধার করা হয়। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত চোরেরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া অটোর নম্বর টিআর০১এম-৩৮০৫। অটোর মালিক শক্তি দেববর্মা, বাড়ি জিরানিযা মহকুমার বীরেন্দ্রনগর এলাকায়। শনিবার রাতে টহলদারি চলাকালীন বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ দেখতে পায়, কয়েকজন ব্যক্তি জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা অটোর ব্যাটারি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়েই তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাঁদের ধাওয়া করলেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে অটোটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। রবিবার সকালে খবর পেয়ে গাড়ির মালিক শক্তি দেববর্মা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় পৌঁছান। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে অটোটি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গাড়ির মালিক শক্তি দেববর্মা জানান, তাঁর ভাতিজার স্ত্রীর প্রসবের জন্য খুমুলুঙ খেরেংবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি বাড়ি থেকে অটো করে খাবার নিয়ে হাসপাতালে আসেন। হাসপাতালের সামনে অটোটি রেখে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য ভেতরে যান। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, অটোটি আর সেখানে নেই। এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হাওড়া-ডানকুনি-বর্ধমান সেকশন পরিদর্শন করলেন

কলকাতা, ০২ আগস্ট ঃ নিজের কার্যকালের শুরু থেকেই সুরক্ষা, পরিচালনগত দক্ষতা এবং যাত্রীকেন্দ্রিক উন্নয়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের পরিচয় দিয়ে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে আজ দায়িত্ব গ্রহণের সমস্ত রেল আধিকারিককে নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা এবং যাত্রী প্রথম মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। ডানকুনিতে শ্রীমতী পাণ্ডে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনরুন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তিনি স্টেশন ম্যানেজার ভদ্রেশ্বর সেকশনে ট্র্যাক, ফিটিংস, রেল জয়েন্ট , পয়েন্টস ও ক্রসিং পরিদর্শন করেন এবং আধিকারিকদের ট্র্যাক সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার নির্দেশ দেন। বর্ধমান সফরের সময় শ্রীমতী পাণ্ডে প্রিন্ট ও

দ্বিতীয় দিনে হাওড়া-ডানকুনি-বর্ধমান সেকশনে এক ব্যাপক পরিদর্শন চালান। এই পরিদর্শন পূর্ব রেল জুড়ে রেল সুরক্ষা সুদৃ।করণ, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির গতিবৃদ্ধি এবং যাত্রী সুবিধা বাড়ানোর ওপর জেনারেল ম্যানেজারের বিশেষ গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। উইন্ডো-টেইলিং পরিদর্শনের সময়, তিনি পরিচালনগত সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য ট্র্যাক, ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই), সিগন্যালিং সম্পদ, সেতু, পয়েন্টস ও ক্রসিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রেল পরিকাঠামোর অবস্থা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শনকালে আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় জেনারেল ম্যানেজার জোর দিয়ে বলেন যে সর্তকতাই ভারতীয় রেলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি সমস্ত বিভাগকে সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক কাজ সময়মতো সম্পাদনের নির্দেশ দেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে নিরাপত্তার সাথে কোনো সমঝোতা বা প্রকল্পের বাস্তবায়নে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বরদাস্ত করা হবে না। সেই সাথে লেআউট, সার্কুলেটিং এরিয়া, প্রবেশ ও প্রস্থান ব্যবস্থা, যাত্রী সুবিধা, প্রতীক্ষালয় এবং ফ্রেইট করিডোর লাইনের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। তিনি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) স্টলও পরিদর্শন করেন, বিক্রেতা ও যাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং স্টেশনে উপলব্ধ সুবিধাগুলি সম্পর্কে সরাসরি মতামত গ্রহণ করেন। বর্ধমান স্টেশনে জেনারেল ম্যানেজার প্রতীক্ষালয়, ফুট ওভার ব্রিজ, এসকেলেটর, পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা সহ বিভিন্ন সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিদর্শন করেন। তিনি চলমান স্টেশন পুনরুন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং পূর্ব রেলের বিভাগীয় প্রধান ও হাওড়া ডিভিশনের আধিকারিকদের সাথে এক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে তিনি আধিকারিকদের স্টেশন উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বাড়ানো, যাত্রী সুবিধার আরও উন্নতি করা, যেখানেই সম্ভব এসকেলেটর সুবিধার সম্প্রসারণ করা এবং সমস্ত চলমান কাজ সময়মতো শেষ করার নির্দেশ দেন। গুরুত্বপূর্ণ রেল সম্পদের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য জেনারেল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন। নারী সুরক্ষা জোরদার করা, যাত্রী সেবার মানোন্নয়ন, ভিড় ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, স্টেশনের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ করা এবং নিরাপদ, দ্রুত ও আরও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত পূর্ব রেলের নানা চলমান উদ্যোগ তুলে ধরেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন-দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই জেনারেল ম্যানেজারের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন তাঁর সক্রিয় নেতৃত্ব এবং পূর্ব রেল জুড়ে সুরক্ষা সুদঢ়করণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গতি আনা এবং যাত্রী স্বাচ্ছ ন্দ্য বাড়ানোর প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের পরিচালনায় পূর্ব রেল প্রকল্পগুলির সময়োপযোগী বাস্তবায়ন, ট্র্যাক ও সিগন্যালিং নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা, যাত্রী সুবিধার আধুনিকীকরণ এবং প্রতিটি যাত্রীর জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে নারী সুরক্ষার মতো উদ্যোগগুলিকে আরও জোরদার করে যাবে।

দেশসেবার দীর্ঘ অধ্যায় শেষে ঘরে ফেরা, কৃষ্ণনগর স্টেশনে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বীর জওয়ানকে সংবর্ধনা

।নিজস্ব সংবাদ দাতা , নদিয়া, ২ দেশের সেবায় দীর্ঘ কর্মজীবন কাটিয়ে অবশেষে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ অংশ নেওয়া এক ভারতীয় বীর জওয়ান তরুন কুমার বিশ্বাস। রবিবার কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশনে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে দেখা যায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ছবি। অবসর নিয়ে ঘরে ফেরা জওয়ানকে ফুলের তোড়া ও মালা পরিয়ে স্বাগত জানান পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব-সহ উপস্থিত সকলে। স্টেশনে তাঁকে সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফ কর্মীরাও। দেশসেবায় তাঁর ভূমিকার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিতরা। দীর্ঘদিন দেশের দায়িত্ব পালনের পর অবসর নিয়ে বাড়ি ফেরার এই মুহূর্তে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্য ও পরিচিতরা। কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় দেশের দায়িত্বে কাটানোর পর এবার সেই অধ্যায়ের ইতি। অবসর গ্রহণের পর নিজের জেলা নদিয়ায় ফিরে আসার খবর পেয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে কৃষ্ণনগর স্টেশনে হাজির হন বহু মানুষ। প্রিয় মানুষটিকে একনজর দেখা এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানাতেই স্টেশনে জড়ো হন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা। সংবর্ধনা শেষে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে নিজের গ্রামের বাড়ি হৃদয়পুরের উদ্দেশে রওনা দেন ওই জওয়ান। দীর্ঘদিন পর তাঁর বাড়ি ফেরাকে ঘিরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিল বিশেষ আনন্দ। পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যেও দেখা যায় উৎসাহ। দেশসেবার দায়িত্ব শেষ করে নিজের গ্রামের মানুষের কাছে ফিরে আসায় তাঁকে ঘিরে গর্বিত এলাকাবাসীও। একদিকে দেশের জন্য দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালনের স্মৃতি, অন্যদিকে অবসরের পর আপনজনদের কাছে ফিরে আসার আনন্দ-দুইয়ের মেলবন্ধনে রবিবার কৃষ্ণনগর স্টেশনের মুহূর্ত হয়ে ওঠে আবেগঘন। দেশের দায়িত্ব শেষ করে এবার নিজের মাটিতেই নতুন অধ্যায় শুরু করলেন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর অংশ নেওয়া এই বীর জওয়ান।

ফুচকায় বিষক্রিয়া, জেলা স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে গঠন করেছে মেডিক্যাল টিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, মল্লারপুর, ২ আগস্ট ঃ ফুচকা খেয়ে বিষক্রিয়া। গ্রামে বহু মানুষ অসুস্থ। এমন কি তার জেরে মৃত এক কিশোরী! মৃত্যু হয় অসুস্থ এক কিশোরীর। ২০-২৫ জন অসুস্থদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। খাতুনের মৃত্যু হয়। পরিবারের বাকি অসুস্থ সদস্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুধু ওই পরিবার নয়, এলাকার বেশ

জেলা স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে গঠন করেছে মেডিক্যাল টিম। রবিবার গ্রামে সেই টিম পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছ। অন্যদিকে, ফুচকা খেয়ে অসুস্থরা চিকিৎসাধীন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার দক্ষিণগ্রাম মোড় এলাকায়। শুক্রবার একটি ফুচকার স্টল থেকে ফুচকা খান এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। কয়েকজন আবার প্যাক করে বাড়িতেও নিয়ে যান। সেই ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। রবিবার সকালে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত কিশোরীর নাম হাসিনা খাতুন। তার বাড়ি মল্লারপুর থানার দক্ষিণ গ্রাম মোড় এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ গ্রাম মোড়ে সিএসপি ব্যাঙ্কের পাশের এক ফুচকা বিক্রেতার কাছ থেকে ১০০ টাকার ফুচকা কিনে বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবারের এক সদস্য। পরে পরিবারের সকলে মিলে সেই ফুচকা খান। অভিযোগ, ফুচকা খাওয়ার প্রায় দু’ঘণ্টা পর থেকেই একে একে সকলের পেটব্যথা, বমি ও ডায়রিয়া শুরু হয়। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার হাসিনা কয়েকজন বাসিন্দাও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম গঠন করে স্বাস্থ্যদপ্তর। রবিবারই গ্রামে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এই মেডিক্যাল টিম। খাদ্যে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হতে পারে। অন্যদিকে, মল্লারপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা জানতে পুলিশ ও স্বাস্থ্যদপ্তর যৌথভাবে খোঁজ খবর চালাচ্ছে।

‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে নেশার বিরুদ্ধে শপথ

আগরতলা, ২ আগস্ট (হি.স.) ঃ ‘ ভারত ২০৪৭’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে রবিবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ‘ মুক্ত সংকল্প অভিযান’। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগরতলায় সখীচরণ স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবসমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা নেশামুক্ত ভারত এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হওয়া এই জাতীয় কর্মসূচি আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নেশার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই আগরতলায় সখীচরণ স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় নেশা মুক্ত ভারত সংকল্প অভিযান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্বজিৎ শীল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সুস্থ, সচেতন ও নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যেও নতুন ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ চলছে। কিন্তু নেশার ভয়াবহ বিস্তার সেই অগ্রগতির পথে অন্যতম

বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, নেশার গ্রাসে বহু তরুণ-তরুণীর জীবন অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী নেশা মুক্ত সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন উপস্থিত সকলে শপথ নিয়েছেন, প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি পাড়াকে নেশামুক্ত করার জন্য সচেতনতা গড়ে তুলবেন। সমাজ নেশামুক্ত হলে জেলা, রাজ্য এবং শেষ পর্যন্ত গোটা দেশই নেশামুক্ত হবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি এই সামাজিক আংদোলনে সকল শ্রেণির মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ বলেন, যুবসমাজকে নেশার পথ থেকে দূরে রেখে শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সমাজগঠনের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। সুস্থ জীবনযাপন এবং ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলেই নেশামুক্ত ভারত ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেন। বক্তাদের মতে, শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ নয়, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। রবিবারের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সেই সামাজিক অঙ্গীকারই আরও একবার জোরালোভাবে উচ্চারিত হলো।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে রুপোর গৌরব, তবু কানাডা যাওয়ার স্বপ্নে অর্থের বাধা!

কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ অনিশ্চিত আসানসোলের অনামিকার

মুম্বই, ২ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের মেয়ে অনামিকা মুখোপাধ্যায়। এশিয়া-প্যাসিফিক পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে রুপোর পদক জিতে দেশের গর্ব হয়েছেন তিনি। ৫২ কেজি বিভাগে মোট ৩২০ কেজি ওজন তুলে এই সাফল্য অর্জন করেন বঙ্গকন্যা। এই কৃতিত্বের সুবাদে আগামী সেপ্টেম্বরে কানাডায় অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাফল্যের পরও তাঁর সামনে এখন সবচেয়ে ব। বাধা অর্থসংকট। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কমনওয়েলথে অংশগ্রহণই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাঁর। আসানসোলের মহিশিলা এলাকার বাসিঃদা অনামিকা মুখোপাধ্যায় সাধারণ পরিবারের মেয়ে। বাংলায় স্নাতক এই ক্রীড়াবিদের জীবনযাত্রা কখনও সহজ ছিল না। চার বছর আগে ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে স্থানীয় একটি জিমে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল শুধুই সুস্থ থাকা। কিন্তু জিমে প্রশিক্ষণের সময় কোচ তাঁর শারীরিক সক্ষমতা ও শক্তি লক্ষ্য করে পাওয়ার-লিফটিংয়ে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শই বদলে দেয় অনামিকার জীবন। শুরু হয় কঠোর অনুশীলন। প্রতিদিনের পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাস তাঁকে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রথমে জেলা, তারপর রাজ্য এবং পরে জাতীয় স্তরের একাধিক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন তিনি। ধারাবাহিক সাফল্যের হাত ধরে সুযোগ আসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া-

প্যাসিফিক পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে রুপোর পদক জিতে তিনি শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তবে এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প। অনামিকার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়। তাঁর বাবা সুকুমার মুখোপাধ্যায় একজন নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করেন। মা-ও একটি অস্থায়ী কাজের সঙ্গে যুক্ত। সংসারের সীমিত আয়ে মেয়ের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-স্বপ্ন পূরণ করা তাঁদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই অর্থের বেশিরভাগই জোগাড় করতে হয়েছে ঋণ নিয়ে এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর আর্থিক সহায়তায়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে রুপোর পদক নিয়ে ফিরলেও সেই ঋণের বোঝা এখনও পরিবারের কাঁধে রয়ে গেছে। এর মধ্যেই সামনে এসেছে আরও বড় সুযোগ-কমনওয়েলথ পাওয়ার-লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। কানাডায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রয়োজন প্রায় চার লক্ষ টাকা। কিন্তু এত বিপুল অর্থ জোগা। করা অনামিকা ও তাঁর পরিবারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অনামিকার কথায়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে পদক জেতার আনঃদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। তাঁর দাবি, ওপেন বিভাগে প্রতিযোগিতা করার কারণে তিনি কোনও সরকারি আর্থিক সহায়তা পাননি। ফলে প্রতিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নিজের পরিবারকেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ব্যয়ভার মেটাতে গিয়ে পরিবারকে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তিনি জানান, দক্ষিণ আফ্রিকায় অংশ নেওয়ার জন্য যে অর্থ খরচ হয়েছে, তার একটি ব। অংশ এখনও শোধ করা বাকি। এই পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে চার লক্ষ টাকা জোগা। করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে যোগ্যতা অর্জন করেও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন তিনি। অনামিকার এই পরিস্থিতি আবারও দেশের বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের বাস্তব চিত্র সামনে এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের পরও অনেক খেলোয়া।কে আর্থিক সংকটের সঙ্গে ল।ই করতে হয়। প্রতিভা, পরিশ্রম এবং সাফল্য থাকলেও পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তার অভাবে অনেক সময় তাঁদের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থমকে যায়। ক্রীড়া মহলের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদকজয়ী খেলোয়া।দের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আরও শক্তিশালী সহায়তা ব্যবস্থা গা।ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে যাঁরা সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের পরিবার থেকে উঠে আসেন, তাঁদের জন্য স্পনসরশিপ, ট্রাভেল গ্রাঃট এবং প্রতিযোগিতার খরচ বহনের মতো উদ্যোগ বা।ানো জরুরি। তা না হলে বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যেতে পারে। রুপোর পদক জিতে অনামিকা মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, সুযোগ পেলে তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও ব। সাফল্য এনে দিতে সক্ষম। এখন তাঁর সামনে সবচেয়ে ব। ল।াই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, বরং অর্থসংকটের বিরুদ্ধে। কানাডার কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতার স্বপ্ন পূরণ হবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা জোগা। হওয়ার ওপর। তাঁর সাফল্যের গল্প যেমন অনুপ্রেরণার, তেমনই বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও পৃষ্ঠপোষকতার বাস্তব চিত্রও স্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

খেলো ইন্ডিয়ায় বাড়তি বরাদ্দে বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন গতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.)ঃ কেন্দ্রের সম্প্রসারিত 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পে বাড়তি আর্থিক বরাদ্দকে স্বাগত জানালেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খান। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ক্রীড়াক্ষেত্রে এই বরাদ্দ আগামী দিনে বাংলা সহ দেশের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রবিবার কলকাতায় ইন্দ্রনীল জানান, খেলো ইন্ডিযার আওতায় রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ১০০টি ইন্ডোর স্পোর্টস এরেনা (অ্যারিনা) গড়ে তোলার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের উসাহ দিচ্ছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ। আগামী ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যেই দেশ এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্যপূরণে খেলো ইন্ডিয়া আগামী প্রজন্মের ক্রীড়াবিদ তৈরির এক অসাধারণ প্রকল্প, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা চিহ্নিত করে পেশাদার প্রশিক্ষণ, আধুনিক কোচিং, পুষ্টি সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর দাবি, কেন্দ্রের বাড়তি বরাদ্দ দেশের ক্রীড়াবিদদের আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ' মুক্ত ভারত' কর্মসূচিরও প্রশংসা করেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। তাঁর অভিমত, এই উদ্যোগ যুবসমাজকে মাদকমুক্ত ও সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা দেবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়

পাক অধিনায়ককে আলিঙ্গন জেমাইমার, 'দ্য হান্ড্রেড'-এর সৌজন্য মুহূর্ত ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল বিতর্ক

লন্ডন, ২ আগস্ট ঃ ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 'দ্য হান্ড্রেড'-এ ম্যাচ শেষে ভারতের জেমাইমা রডরিগেজ এবং পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার একটি সৌজন্য মুহূর্ত এখন সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম আলোচিত বিষয়। ম্যাচ শেষে নিয়মমাফিক করমর্দনের পাশাপাশি একে অপরকে আলিঙ্গন করতে দেখা যায় দুই ক্রিকেটারকে। সেই ভিডিও দ্রুত বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। কেউ এটিকে খেলোয়া। সুলভ আচরণের নিদর্শন হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ বর্তমান ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে ভারতের তারকা ব্যাটার জেমাইমা রডরিগেজ খেলছেন সাদার্ন ব্রেভের হয়ে। অন্যদিকে পাকিস্তান মহিলা দলের অধিনায়ক ফাতিমা সানা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সকে। দুই দলের মুখোমুখি ল।াই শেষে ক্রিকেটের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দুই দলের ক্রিকেটারেরা একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করেন। সেই সময়ই জেমাইমা এগিয়ে গিয়ে প্রথমে ফাতিমার সঙ্গে হাত মেলান। এরপর দু'জন পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং হাসিমুখে কয়েক মুহূর্ত কথাও বলেন। এরপর তাঁরা নিজ নিজ ড্রেসিংরুমের দিকে চলে যান। মাঠের এই সংক্ষিপ্ত সৌজন্য বিনিময়ের ভিডিও স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের পাশাপাশি সম্প্রচারকারী ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে। পরে সেই ভিডিওর বিভিন্ন অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিডিওটি নিয়ে হাজার হাজার প্রতিক্রিয়া জমা পড়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি সাধারণ নেটিজেনরাও বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন।

এই ঘটনাটি আলোচনার কেঃদ্রে আসার অন্যতম কারণ হল সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রভাব খেলাধুলার ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান হওয়া। ২০২৫ সালে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং তার পর ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই আবহে ক্রিকেট মাঠেও দুই দেশের খেলোয়া।দের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত হয়ে যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ম্যাচ শেষে করমর্দন না করা কিংবা দূরত্ব বজায় রাখার ঘটনা একাধিকবার নজরে এসেছে। শুধু পুরুষদের ক্রিকেটেই নয়, মহিলা

ক্রিকেট এবং অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেও এমন ছবি দেখা গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জেমাইমা ও ফাতিমার আলিঙ্গনের মুহূর্ত অনেকের নজর কে।েছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মতভেদও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একাংশের নেটিজেনের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচিত অন্য সতীর্থদের মতো একই ধরনের অবস্থান বজায় রাখা। তাঁদের দাবি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এমন ব্যক্তিগত সৌজন্য প্রদর্শন নিয়ে সংবেদনশীলতা থাকা প্রয়োজন। যদিও এই মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে উঠে এসেছে।অন্যদিকে বহু ক্রিকেটপ্রেমী আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করছেন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং মাঠের খেলাকে এক করে দেখা উচিত নয়। খেলাধুলার অন্যতম মূল দর্শনই হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্য বজায় রাখা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জেমাইমা এবং ফাতিমার আচরণকে তাঁরা একজন পেশাদার ক্রিকেটারের স্বাভাবিক ক্রী।াসুলভ আচরণ হিসেবেই দেখছেন। অনেকের মতে, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় একই দলে খেলেন, একসঙ্গে অনুশীলন করেন এবং মাঠের বাইরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তাই ম্যাচ শেষে করমর্দন বা আলিঙ্গনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)-র পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়নি। দুই বোর্ডই বিষয়টি নিয়ে নীরব রয়েছে। ফলে ভিডিওটি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে আলোচনা চলছে, তা মূলত জনমত এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই তীব্র হলেও খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। বহুবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে দুই দেশের ক্রিকেটারদের করমর্দন, শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা কথোপকথনের দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। আবার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেই চিত্র অনেক সময় বদলাতেও দেখা গেছে। ফলে জেমাইমা-ফাতিমার এই সৌজন্য বিনিময়কে কেউ ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন। সব মিলিয়ে, 'দ্য হান্ড্রেড'-এর একটি ম্যাচ-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত মুহূর্তই এখন সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনার কেন্দ্রে। ভিডিওটি ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও, ঘটনাটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোনও ক্রিকেট বোর্ড বা টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে আপাতত নেটদুনিয়ার আলোচনা ও মতবিনিময়ই এই ঘটনাকে ঘিরে আগ্রহের প্রধান কেঃদ্র হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পদক জয়ের রেকর্ড গড়লেন

গ্লাসগো, ২ আগস্ট (হি.স.)ঃ ভারতীয় প্যারা স্পোর্টস ক্রীড়াবিদরা ইতিহাস রচনা করেছেন ২০২৬

কমনওয়েলথ গেমসে, তারা আগের সব সংস্করণের মোট সংগ্রহের সমান পুরস্কার জিতেছে। শনিবার গ্লাসগোতে সমাপনী দিনে ক্রীড়াবিদরা একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য সহ মোট সাতটি পদক জিতেছেন। ২৮ সদস্যের ভারতীয় প্যারা স্পোর্টস দল তিনটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে তাদের অভিযান শেষ করেছে। রবিবার প্যারা স্পোর্টসে ভারতের কোনও ইভেন্ট নেই। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় প্যারা স্পোর্টসের এটিই সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স। ২০০২ সালে ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা-স্পোর্টস অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারত মোট সাতটি পদক জিতেছিল - একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং চারটি ব্রোঞ্জ। গ্লাসগোর আগে, ২০২২ সালের বার্মিংহাম গেমস ছিল ভারতীয় প্যারা ক্রীড়ার জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ, যেখানে ভাবিনা প্যাটেল ও সোনলবেন প্যাটেল প্যারা টেবিল টেনিসে যথাক্রমে একটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। বার্মিংহামে প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে স্বর্ণপদক জয়ী সুধীরকে প্রতিযোগিতার মাঝে ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় পরে তাঁর পদক থেকে বঞ্চিত করা হয়। গ্লাসগোতে প্যারা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলেটরা ছয়টি পদক জিতেছেন - তিনটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য, একটি ব্রোঞ্জ - অন্যদিকে ঝান্ডু কুমার প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে অন্য ব্রোঞ্জটি অর্জন করেন। লপ্যারা অ্যাথলেটিক্স দল কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ২০ বছরের পদকের অপেক্ষারও অবসান ঘটিয়েছে। গ্লাসগোর আগে প্যারা অ্যাথলেটিক্স থেকে শেষ পদকটি এসেছিল ২০০৬ সালের আসরে, পুরুষদের সিটেড ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে রঞ্জিত কুমার জয়সীলানের হাত ধরে। গ্লাসগোতে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ভারত তিনটি ইভেন্টে দুটি করে পদক জিতেছে - মহিলাদের শট পুট এফ৫৭-এ শর্মিলা (স্বর্ণ) ও শিল্পা শাইলা (ব্রোঞ্জ) পুরুষদের ১০০ মিটার টি৪৭-এ দিলীপ মহাদু গাভিত (স্বর্ণ) ও মোহাম্মদ বাসিল (রৌপ্য) এবং পুরুষদের শট পুট এফ৫৭-এ সোমান রানা (স্বর্ণ) ও শুভম জুয়াল (রৌপ্য)। ভারতীয়রা একটি গেমস রেকর্ড ও একটি এশিয়ান রেকর্ডও গড়েছে। প্যারা অলিম্পিক কমিটি অফ ইন্ডিয়ার (পিসিআই) সভাপতি দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া বলেছেন, গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা স্পোর্টসে ভারতের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে আমি গর্বিত।

ন্যাপকিনে ভারতের 'বিকৃত মানচিত্র দেখে ক্ষোভ লভলিনার

গ্লাসগো, ২ আগস্ট ঃ কমনওয়েলথ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোর পদক জয়ের পর এবার অন্য একটি কারণে শিরোনামে ভারতের তারকা বক্সার লভলিনা বরগোঁহাই। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় একটি ভারতীয় রেস্তরাঁয় খাবার খেতে গিয়ে ন্যাপকিনে মুদ্রিত ভারতের একটি অসম্পূর্ণ মানচিত্র দেখে প্রকাশ্যে আপত্তি জানান তিনি। লভলিনার অভিযোগ, ন্যাপকিনে ছাপা মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্পূর্ণ অংশ এবং কাশ্মীরের একটি অংশ দেখানো হয়নি। বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানান। পরে তাঁর পাশে দাঁড়ায় বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-ও। জানা গিয়েছে, ' সিংহ'স ইন্ডিয়া - দ্য হোম অফ কারি' নামে গ্লাসগোর একটি ভারতীয় রেস্তরাঁয় ভারতীয় দলের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। খাবার শেষে ব্যবহারের জন্য রাখা ন্যাপকিনে ভারতের মানচিত্র মুদ্রিত ছিল। সেই মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের অংশ এবং কাশ্মীরের একটি অংশ অনুপস্থিত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান লভলিনা। অসমের বাসিন্দা এই অলিম্পিক পদকজয়ী বক্সার বলেন, ন্যাপকিনে ছাপা মানচিত্রে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতই নেই। এটা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সম্পূর্ণ ও সঠিক মানচিত্রই ব্যবহার করা উচিত। তাঁর বক্তব্য দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই তাঁর অবস্থানের প্রশংসা করেন। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে। সংস্থার সভাপতি অজয় সিং জানান, ন্যাপকিনে ব্যবহৃত মানচিত্রে শুধু উত্তর-পূর্ব নয়, কাশ্মীরের একটি অংশও বাদ ছিল বলে তাঁদের নজরে এসেছে। বিষয়টি রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্রুত ভুল সংশোধনের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রেস্তরাঁর পক্ষ থেকে কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এদিকে, কমনওয়েলথ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় বক্সারদের পারফরম্যান্স ছিল অত্যন্ত সফল। মোট ১০ জন ভারতীয় বক্সার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন সোনা এবং তিনজন রুপোর পদক জেতেন। মহিলা

পুরুষদের ৬০ কেজি বক্সিং বিভাগে স্বর্ণ জিতলেন শচীন

গ্লাসগো, ২ আগস্ট (হি.স.)ঃ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পুরুষদের ৬০ কেজি ফাইনালে, শচীন শিবাচ নামিবিয়ার ট্রাইএগেইন মর্নিং এনডেভেলোকে হারিয়ে ভারতকে আরও একটি স্বর্ণপদক শনিবার এনে দেন। ভারতীয় এই খেলোয়াড় পয়েন্টের ব্যবধানে নামিবিয়ান খেলোয়াড়কে ৩-২ গোলে হারিয়েছেন। এই আসরে এটি ছিল ভারতীয় দলের অষ্টম বক্সিং পদক এবং ষষ্ঠ স্বর্ণপদক। শচীন অরুন্ধতী চৌধুরী, প্রীতি, সাক্ষী, প্রিয়া ঘাংঘাস এবং জেসমিন ল্যাম্বোরিয়ার মতো তারকাদের সারিতে যোগ দিলেন।০ভারতের অ্যাথলেটিক্স চ্যালেঞ্জ শনিবার মিক্সড ৪-৪০০ মিটার রিলে ফাইনালে দেশের চার সদস্যের দলটি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এর সমাপ্তি ঘটল। বিশাল টিকে, আনসা বাবু, সন্তোষ কুমার তামিলরাসান, এবং রাশদীপ কৌরদের নিয়ে গঠিত ভারতীয়. দল ৩.২০৩২ ক্লক করেছে। জ্যামাইকা ৩ঃ১০.৯৭ সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জয় করে। ইংল্যান্ড ৩ঃ১.৫৮ সময় নিয়ে রৌপ্য এবং নাইজেরিয়া ৩ঃ১২.৮৫ সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

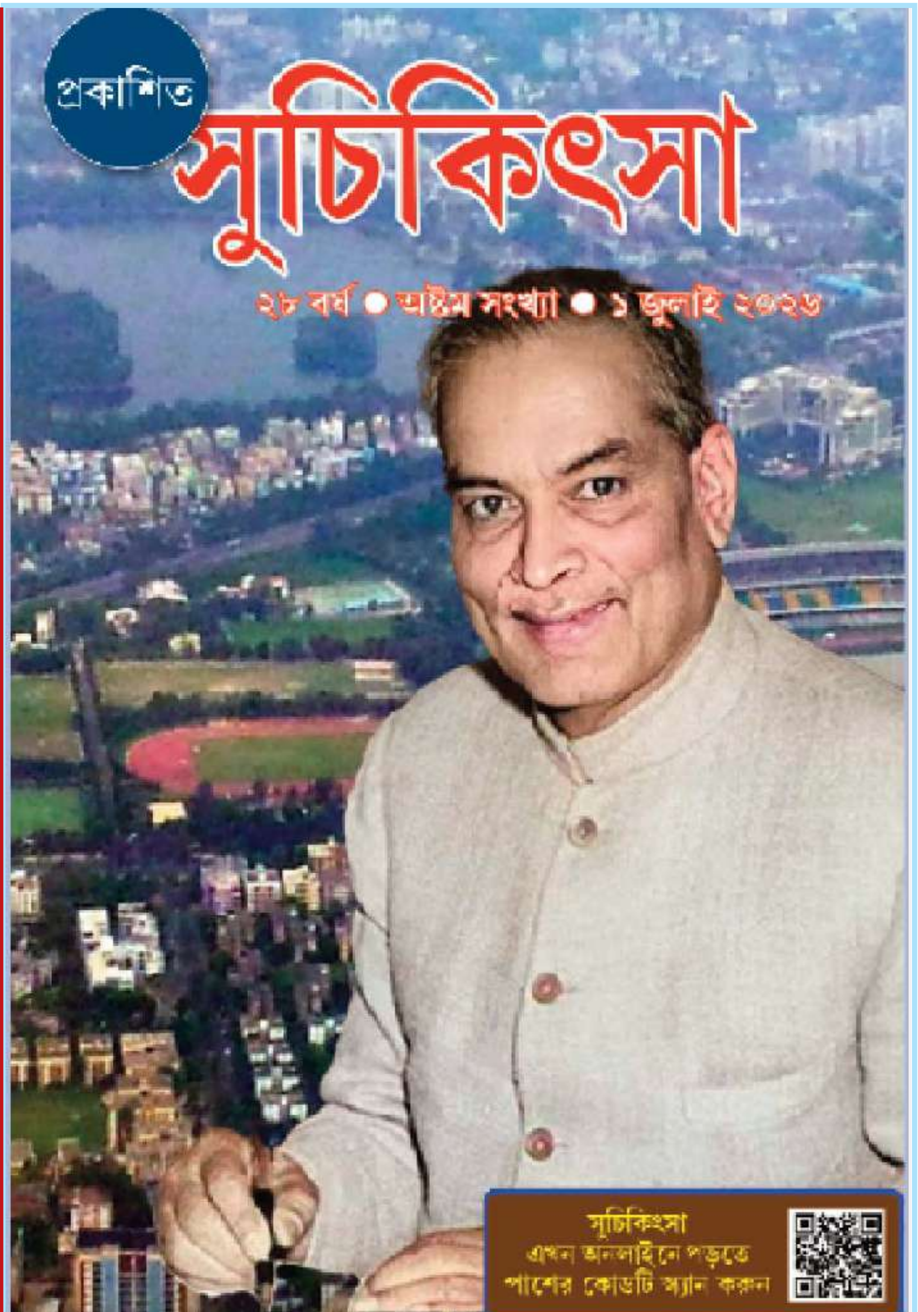

ফিটনেস পরীক্ষায় পাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ছিটকে বুমরাহ!

মুম্বই, ২ আগস্ট ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। তারকা পেসার জশপ্রীত বুমরাহকে এই সিরিজে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেই জানা গিয়েছিল, তিনি ফিটনেস পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ওয়ানডে সিরিজ চলাকালীন চোট পান বুমরাহ। হাঁটুতে ফোলা ও অস্বস্তির কারণে তিনি লর্ডসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় একদিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি। প্রথমদিকে চিকিৎসক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের ধারণা ছিল, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সেই কারণেই কয়েকদিন আগে বিসিসিআই সূত্রে জানানো হয়েছিল, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হওয়া ফিটনেস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই খবর সামনে আসার পর ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছিল। কারণ, টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বোলিং আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভরসা

বুমরাহ। তবে সর্বশেষ মেডিক্যাল মূল্যায়নের পর বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করেছে, তাঁর বাঁ পায়ে এখনও কিছুটা অস্বস্তি রয়েছে। ফলে এই অবস্থায় তাঁকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামানো হলে চোট আরও গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অতীতে একাধিক ক্রিকেটারকে দ্রুত মাঠে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত উল্টো ফল দিয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই খেলতে নেমে অনেকের চোট দীর্ঘমেয়াদি হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার বুমরাহকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বোর্ড। ভারতের সামনে আগামী কয়েক মাসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা রয়েছে। এশিয়ান গেমস, নিউজিল্যান্ড সফর এবং আগামী বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মর্যাদাপূর্ণ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি-সব মিলিয়ে ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে ভারতীয় দলের জন্য। সেই কারণেই নির্বাচক কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য, বুমরাহকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে দলে ফেরানো। শ্রীলঙ্কা সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে পুনর্বাসনের জন্য আরও সময় দেওয়া হবে। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে আলোচনায় উঠে এসেছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডানহাতি পেসার আকিব নবি দারের নাম। ২৯ বছর বয়সি এই বোলার গত কয়েক মরশুম ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন। বিশেষ করে সর্বশেষ রঞ্জি ট্রফিতে তিনি অন্যতম সফল বোলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিসংখ্যানও আকিবের পক্ষে কথা বলছে। ৪৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তিনি ইতিমধ্যেই ১৬২টি উইকেট শিকার করেছেন। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা 'এ দলের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারি টেস্ট ম্যাচেও তাঁর বোলিং প্রশংসিত হয়েছিল। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই এবার জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে তিনি সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে বোর্ড সূত্রের খবর। বুমরাহর মতো অভিজ্ঞ ও ম্যাচজয়ী বোলারের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে বোর্ড যে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে, তা ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলির জন্য ইতিবাচক বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার, শ্রীলঙ্কা সফরে নতুন মুখ সুযোগ পেলে সেই আস্থার কতটা মর্যাদা রাখতে পারেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com